ইউনিট ৫

প্রাথমিক শিক্ষায় পঠিতব্য বিষয় ও ব্যাকরণ

ভূমিকা

এই কোর্সটি মূলত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা শিক্ষা সংক্রান্ত। বিভিন্ন ইউনিটে আমরা ভাষা শিক্ষার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছি। বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে ভাষা বিকশিত হয়। বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে শিশুদের জন্য বিষয়বস্তুর সম্ভার সাজানো হয়। গদ্য-পদ্য নিয়ে যে নানা বিষয়গুলো প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকে তুলে ধরা হয়েছে সে সম্পর্কে শিক্ষকদের একটি প্রারম্ভিক ধারণা থাকা প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্যেই এই ইউনিট সাজানো হয়েছে।

ভাষা মানুষের মনের ভাব প্রকাশ করে। ব্যাকরণ মানুষের সেই মনের ভাবকে শুদ্ধরূপে প্রকাশ করতে সাহায্য করে। বাংলা ভাষার উদ্ভব আজ থেকে প্রায় হাজার বছর আগে। কিন্তু বাংলা ব্যাকরণের জন্ম মাত্র দু'শ বছর আগে। কাজেই, ভাষার সৃষ্টি আগে, ব্যাকরণের সৃষ্টি পরে। তবুও ভাষার সাবলীল চলার পথে নিয়ম শৃঙ্খলা রচনা করে ব্যাকরণ ভাষার বিশুদ্ধ প্রয়োগের পথ নির্দেশ করে।

এখন কথা হল প্রাথমিক স্তরে ব্যাকরণ শিক্ষাদানের প্রসঙ্গ নিয়ে। কেউ কেউ বলেন প্রাথমিক স্তরে স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে ব্যাকরণ পড়ানো হোক কেউ বা বলেন স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে ব্যাকরণ পড়াবার প্রয়োজন নেই। যাঁরা প্রাথমিক স্তরে স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে ব্যাকরণ শেখাতে চান, তাঁদের যুক্তি, ব্যাকরণ শিশুদের শুদ্ধ ভাষা ব্যবহারে অনুপ্রাণিত করবে। তাঁদের মতে, ভাষা ব্যবহারের সঠিক নিয়ম রীতিগুলো জানা হলে শিশুর ভাষা জ্ঞান দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে।

অপর দিকে যাঁরা স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে ব্যাকরণ শেখাতে আপত্তি করেন, তাঁদের যুক্তি, কোমলমতি বিকাশমান শিশু স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার গৃহ পরিবেশ ও সামাজিক পরিবেশ থেকে সহজ আনন্দে স্বাভাবিকভাবে পর্যায়ক্রমে ভাষার ব্যবহারিক দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জন করবে।

আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে নিয়ম-নীতির ওপর বেশি জোর দেওয়া হয় বলে ভাষা দক্ষতার সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হয়। অনানুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে ভাষা শিক্ষার ভেতর দিয়ে নিয়ম-নীতিগুলো উপস্থাপিত হয় বলে ভাষার বিকাশ স্বাভাবিক ও সাবলীল হয়।

আলোচ্য ইউনিটে আমরা ব্যাকরণের ধারণা ও উদ্দেশ্য, শিখন-শেখানো পদ্ধতি, প্রাথমিক শিক্ষায় ব্যাকরণের স্থান: আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক ব্যাকরণ এবং পাঠ্য বিষয়ভিত্তিক ব্যাকরণ সম্পর্কে আলোচনা করব।

আলোচনার সুবিধার জন্য এই ইউনিটটিকে আমরা পাঁচটি পাঠে ভাগ করেছি। এই পাঠগুলো হচ্ছে:

পাঠ- ৫.১: পাঠ্যপুস্তক ভিত্তিক পঠিতব্য বিষয়: প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণি
পাঠ- ৫.২: পাঠ্যপুস্তক ভিত্তিক পঠিতব্য বিষয়: তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণি
পাঠ- ৫.৩: ব্যাকরণের ধারণা ও উদ্দেশ্য
পাঠ- ৫.৪: প্রাথমিক শিক্ষায় ব্যাকরণের স্থান: আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক
পাঠ- ৫.৫: পাঠ্য বিষয়ভিত্তিক ব্যাকরণ

পাঠ ৫.১ পাঠ্যপুস্তক ভিত্তিক পঠিতব্য বিষয়: প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণি

উদ্দেশ্য

এই পাঠের শেষে আপনি–

- প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির পাঠ্য বিষয়গুলোর মূলকথা বর্ণনা করতে পারবেন;
- পাঠ্যবিষয়গুলোর শ্রেণি বিন্যাস করতে পারবেন এবং
- প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ ও উপকরণ সংগ্রহ করতে পারবেন।

আমার বই: প্রথম ভাগ

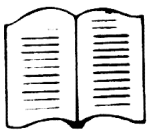

বর্তমানে 'আমার বই' প্রথম ভাগ প্রথম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকের পাঠে ব্যবহৃত বর্ণকে প্রাধান্য না দিয়ে শব্দ ও বাক্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। নিজে কম কথা বলে আপনি শিক্ষার্থীদের কথা বলার সুযোগ বেশি দেবেন। মনে রাখবেন, শিক্ষার্থীদের কথা বলা সহজ ও স্বচ্ছন্দ করে তোলাই পাঠের মূল উদ্দেশ্য। আসুন আমরা প্রথম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকভিত্তিক বিষয় কিভাবে শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরব তা চিন্তা করি।

আমার পরিচয়

বইটির প্রথমেই আছে 'আমার পরিচয়'। আপনি শিক্ষার্থীদের সংকোচ ও জড়তা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করবেন ও তাদের নিজের পরিচয় বলতে উৎসাহিত করবেন। একইভাবে 'আমি ও আমার পড়ার সাথীরা', 'আমরা কী কী কাজ করি পাঠ দুটির ভেতর দিয়ে শিক্ষার্থীদের জড়তা ও সংকোচ দূর হবে এবং তারা আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠবে।

শুনি ও বলি

'শুনি ও বলি' শিরোনাম শুনেই বুঝতে পারছেন, এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা ছড়াটি শুনবে ও বলবে। পড়বে না। শিক্ষার্থীরা যেন সংকোচ ও জড়তা দূর করে স্বাচ্ছন্দ্য অর্জন করতে পারে। আড়ষ্টতা কাটিয়ে কথা বলতে আপনি তাদের উৎসাহিত করবেন এবং ছড়া শুনে ও আবৃত্তি করবার আনন্দ লাভে সাহায্য করবেন।

ছবির গল্প

'ছবির গল্প' একটা মজার ব্যাপার। শিক্ষার্থীরা ছবি দেখে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে গল্প বলবে। শিক্ষার্থীরা গল্পটি শুনে ও বলে আনন্দ উপভোগ করবে। ছবির নিচে লেখা কথাগুলো শিক্ষার্থীরা পড়বে না।

আনুষ্ঠানিক লিখনের পূর্বে বর্ণ-গঠনের জন্য সুনির্দিষ্ট রেখা অঙ্কনের অনুশীলন করাবেন।

শুনি ও বলি, পড়ি ও লিখি

বাক্যানুক্রমিক পদ্ধতি অনুসরণ করে শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে এবং বাক্যের অন্তর্গত শব্দ এবং শব্দের অন্তর্গত বর্ণ সনাক্ত করে পড়তে ও লিখতে সাহায্য করবেন। শিশুরা যাতে নিজে নিজে সনাক্ত করতে পারে সেদিকে লক্ষ রাখবেন। যেমন, আপনি শিক্ষার্থীকে প্রথমে 'বই' কথাটি এবং পরে 'বই' শব্দটির অন্তর্গত বর্ণগুলো শেখাবেন। ক্রমে বর্ণ ও বর্ণের সঙ্গে স্বরচিহ্নযুক্ত করে পড়তে সাহায্য করবেন। এভাবে পাকা কলা, লাল আম, বর এল, পুতুল খেলি ইত্যাদি অনুশীলনের মাধ্যমে বাক্য, শব্দ ও বর্ণ শেখার কাজ জোরদার করবেন।

কানা বগীর ছা

'কানা বগীর ছা' একটি নির্মল আনন্দের ছড়া। এছড়ার ভেতর দিয়ে শিক্ষার্থীরা আনুষ্ঠানিক পাঠের সাথে সাথে অনাবিল আনন্দ ভোগ করবে।

হনহন পনপন

'হনহন পনপন' একটি ছন্দ ভিত্তিক ছড়া। এছড়ার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের আনন্দ লাভের ব্যাপারটি প্রকাশ পেয়েছে। এধরণের আরও শব্দ বলতে তাদের উৎসাহ দিন।

ছবি দেখে নাম বলি

'ছবি দেখে নাম বলি'- এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা পূর্বে শেখা বর্ণ ও নতুন বর্ণ যোগে বাক্য ও শব্দ শুদ্ধ উচ্চারণে স্বচ্ছন্দে পড়তে পারবে।

ছাগল ছানা, ভাত আর ডাল

'ছাগল ছানা ছাগল ছানা', 'ভাত আর ডাল খেতে'- এ ছড়াগুলো শিক্ষার্থীদের শুদ্ধ ও স্পষ্ট উচ্চারণে স্বচ্ছন্দে পড়তে সাহায্য করবেন। আপনি শিক্ষার্থীদের পাঠ্যাংশ শুনতে, বলতে, পড়তে ও লিখতে দেবেন।

ঐ চাঁদ

'ঐ চাঁদ' -এর ভেতর দিয়ে শিক্ষার্থীরা শুদ্ধরূপে বাক্য, শব্দ এবং বিশেষ করে নতুন বর্ণগুলো সনাক্ত করতে পারবে।

ভাষাভিত্তিক কর্মতৎপরতা, কার চিহ্ন

'ভাষাভিত্তিক কর্ম তৎপরতা' অনুশীলনের পাঠ। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শেখা জোরদার হবে। প্রদত্ত শব্দমালা থেকে পূর্বে অধীত স্বর (কার) চিহ্নগুলো সনাক্ত করতে পারবে। আপনি এর ভেতর দিয়ে শিক্ষার্থীদের নতুন নতুন শব্দ শিখিয়ে তাদের ভাষায় দক্ষতা বাড়িয়ে ও পাঠের একঘেয়েমি দূর করে আনন্দ দান করবেন।

আকাশ জুড়ে মেঘ করেছে

'আকাশ জুড়ে মেঘ করেছে'-এর ভেতর দিয়ে শিক্ষার্থীরা শোনা ও বলার মাধ্যমে আনন্দ লাভ করবে। উচ্চারণের জড়তা কাটিয়ে উঠতে।

আষাঢ় এল ও ঢং দেখিয়ে

'আষাঢ় এল' ও 'ঢং দেখিয়ে'-এর মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা বাক্য পাঠের মাধ্যমে নতুন বর্ণ দিয়ে তৈরি শব্দগুলো শুদ্ধ ও স্পষ্ট উচ্চারণে পড়তে ও লিখতে পারবে।

নতুন শব্দ তৈরি করি, বাক্য তৈরি করি ও লিখি

'নতুন শব্দ তৈরি করি', 'বাক্য তৈরি করি ও লিখি'- এর মাধ্যমে পাঠের একঘেয়েমি দূর করার জন্য অনুশীলনের মাধ্যমে পূর্বে শেখা বর্ণ ও শব্দ লেখার কাজ আরও জোরদার হবে।

ঘন বন

'ঘন বন'-এ নতুন বর্ণ ঘ, য, ঠ-যুক্ত শব্দ দিয়ে তৈরি বাক্য শিক্ষার্থীরা পড়তে ও নতুন শেখা বর্ণগুলো লিখতে পারবে।

ছোটন ঘুমায়, ঝুমকো জবা

'ছোটন ঘুমায়' ও 'ঝুমকা জবা' ছড়ায় শিক্ষার্থীরা শোনা ও বলার মাধ্যমে পাঠে উৎসাহ ও আনন্দ লাভ করে। ছড়া দুটো শোনা ও বলার জন্য পড়ার জন্য নয়। 'ছোটন ঘুমায়' অভিনয় করে পড়তে আনন্দ পাবে শিশুরা।

এই পাঠগুলোর ভেতর দিয়ে শিক্ষার্থীরা শুদ্ধ উচ্চারণে স্বচ্ছন্দে পড়তে এবং স্পষ্ট করে লিখতে পারবে।

স্বরবর্ণ, স্বরচিহ্ন, ব্যঞ্জনবর্ণ, বর্ণ নিয়ে

শিক্ষার্থীরা স্বরবর্ণগুলো শুদ্ধ উচ্চারণে শিখে সুন্দরভাবে পড়তে এবং গঠন ঠিক রেখে স্পষ্ট করে লিখতে পারবে। স্বরচিহ্নগুলো সনাক্ত করতে এবং সঠিক উচ্চারণে বলতে পারবে। স্বরচিহ্নগুলো চিনে খালি ঘরে সঠিক স্বরবর্ণ বসাতে পারবে।

ব্যঞ্জনবর্ণগুলো ঠিক করে সাজিয়ে বলতে, পড়তে ও লিখতে পারবে। খালি ঘরে সঠিক ব্যঞ্জনবর্ণ বসাতে পারবে। এভাবে আপনি শিক্ষার্থীদের বর্ণ চেনার ও লেখার কাজ জোরদার করবেন।

জাতীয় সঙ্গীত, জাতীয় পতাকা, আমাদের দেশ, বীর শ্রেষ্ঠ

'জাতীয় সঙ্গীত', 'জাতীয় পতাকা', 'আমাদের দেশ', 'বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর'-এর ভেতর দিয়ে শিক্ষার্থীদের দেশাত্মবোধ জেগে উঠবে। আপনি শিক্ষার্থীদের পাঠের গতি বৃদ্ধি করে স্বচ্ছন্দে ও সাবলীলভাবে পড়তে সাহায্য করবেন।

ভোর হল, ছুটি, মামার বাড়ি

'ভোর হল', 'ছুটি' ও 'মামার বাড়ি'- কবিতার ভেতর দিয়ে শিক্ষার্থীরা আনন্দ লাভ করবে।

মায়ের ভালবাসা

'মায়ের ভালবাসা' গল্পের ভেতর দিয়ে শিক্ষার্থীরা মহানবীর জীবন থেকে শিক্ষা লাভ করবে। আপনি লক্ষ রাখবেন শিক্ষার্থীরা যেন স্পষ্ট, শুদ্ধ উচ্চারণে স্বাভাবিক গতিতে পড়তে ও পড়ে বুঝতে পারে। শব্দের অর্থ বুঝতে না পারলে বুঝিয়ে দেবেন।

দ্বিতীয় শ্রেণি

আমার পরিচয়

প্রথম শ্রেণির মত দ্বিতীয় শ্রেণির শুরুতেই আছে 'আমার পরিচয়'। শিক্ষার্থী নিজের পরিচয় বলতে ও লিখতে পারবে। এ উদ্দেশ্যে এটি দেওয়া হয়েছে। আপনি লিখতে সাহায্য করবেন।

ছবির পাঠ

এ পাঠে 'ছবিতে কথা', 'ছবি দেখি ও পড়ি', 'ছবি দেখে কে কী বলছে পড়ি', 'ছবি দেখে বলি ও লিখি'- এই চারটি পাঠে ছবিতে কিছু বিষয়বস্তু ও ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে। 'ছবিতে কথা' পাঠে ছবির পাশে সংখ্যা দেওয়া আছে। শিক্ষার্থীরা ছবির বিষয়বস্তু বুঝে নিচে এ সম্পর্কে লেখা খুঁজে বের করে ছবিতে দেওয়া সংখ্যাটি লেখার বাম পাশে বসাবে।

'ছবি দেখি ও পড়ি', 'ছবি দেখে কে কী বলছে পড়ি'- এ দুটো পাঠে গল্প দেওয়া আছে। শিক্ষার্থীরা ছবি দেখে নিচের লেখা পড়বে এবং গল্পটি বলবে। বলার সময় উচ্চারণ ঠিক হয় যাতে সেদিকে লক্ষ রাখবেন।

'ছবি দেখে বলি ও লিখি- এ পাঠে আমাদের জাতীয় ফুল, জাতীয় পাখি ও জাতীয় পশু সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছে। জাতীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করে আপনি এগুলোর স্বচ্ছ ধারণা দেবেন এবং এগুলোর গুরুত্ব উল্লেখ করবেন।

সুন্দর দিন

'সুন্দর দিন'- এই আনুষ্ঠানিক পাঠটির ভেতর দিয়ে দৈনন্দিন জীবনের শীতের সকালের একটা সুন্দর চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

ইচ্ছা

'ইচ্ছা' কবিতাটি শিক্ষার্থীরা অভিনয়ের মাধ্যমে আবৃত্তি করবে। এতে শিক্ষার্থীদের ভাষাজ্ঞান বৃদ্ধি পাবে এবং সাবলীলভাবে আবৃত্তি করতে পারবে।

মহানবীর দয়া

'মহানবীর দয়া' রচনাটি জীবনভিত্তিক। এ গল্পের ভেতর দিয়ে শিক্ষার্থীরা মানবীয় গুণাবলি শিখবে। ঈদের দিন শিশুরা নানা রঙের পোশাক পরে আনন্দ করছিল। একটি এতিম শিশু ঈদগাহের কোনে বসে কাঁদছিল। হযরত মুহম্মদ (স) শিশুটিকে আদর করে বাড়িতে নিয়ে গেলেন। শিশুটির মনে আর দুঃখ রইল না।

আমার বিড়াল

'আমার বিড়াল' রচনায় পোষা প্রাণীর একটা চমৎকার বর্ণনা ফুটে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে শিশুদের সঙ্গে পোষ্য জীবজন্তু সম্পর্কে আলাপ করা যাবে।

আমি হব

'আমি হব' কবিতায় প্রতিদিন সকাল বেলা ঘুম থেকে ওঠার সুফল শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারবে। এ কবিতার ভেতর দিয়ে শিক্ষার্থী আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে উঠবে।

কুমোর পাড়া

'কুমোর পাড়া' রচনায় শ্রমজীবী মানুষের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। কুমোর মাটি দিয়ে হাঁড়ি, কলসি, নানা রকমের খেলনা তৈরি করেন।

সবার সুখে

'সবার সুখে' কবিতায় ভাল কাজে উৎসাহিত করা হয়েছে। সবাইকে আপন ভাবতে শেখা এ কবিতার বিষয়বস্তু ।

হাতি আর পিঁপড়া

এক হাতি ভীষণ বড়াই করত। ছোট প্রাণীদের সে অবহেলা করত। তার পায়ের তলায় সে পোকামাকড়দের থেঁতলে দিত। এক পিঁপড়া হাতির বড়াই ভেঙে দিল।

হাসি

'হাসি' কবিতার ভেতর দিয়ে বিভিন্ন রকম হাসির সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দেওয়া হয়েছে।

নববর্ষ

নববর্ষে মেলা বসে। মেলাতে অনেক লোক আসে। মেলায় হরেক রকম জিনিস পাওয়া যায়। পাকা ফলের দোকান বসে। বাজিকর বানরের খেলা দেখায়। দোল খাওয়ার জন্য নাগরদোলা বসান হয়।

ট্রেন

ঝক ঝকাঝক শব্দ করে ট্রেন চলে। ট্রেন দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়ায়। চলার সময় ইচ্ছে হলেই বাঁশি বাজায়।

চা-বাগান

'চা বাগান'- এটি গল্প হলেও ভ্রমণ কাহিনীর মত করে লেখা। শিক্ষার্থীরা এর মাধ্যমে ভ্রমণ অভিজ্ঞতা লাভ করবে এবং তাদের মধ্যে ভ্রমণের ইচ্ছা জাগবে। পাহাড়ী ঢালু জমিতে চায়ের চাষ হয়। চা বাগান ও চা সম্পর্কে তাদের ধারণা যাতে সঠিক হয় সে ব্যাপারে তাদের সাহায্য করবেন।

কাজের লোক

'কাজের লোক' কবিতার বিষয়বস্তু হল সবাই নিজ নিজ কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। মৌমাছি, ছোট পাখি, পিপীলিকা- এদের কারোই নষ্ট করার মত সময় নেই। সবাই নিরলসভাবে নিজ নিজ কাজ করে যাচ্ছে।

চিড়িয়াখানা

'চিড়িয়াখানা' গল্প হলেও এটি সংলাপের আকারে লেখা। শিক্ষার্থীরা এ গল্পের মাধ্যমে সংলাপের সাথে পরিচিত হবে। কয়েকজনে মিলে সংলাপটি পড়বে।

আমাদের ছোট নদী

'আমাদের ছোট নদী' কবিতার ভেতর দিয়ে নদীর একটা চমৎকার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। নদীর ছবি শিশুদের ভাল লাগবে। আর এ কবিতার ছন্দ তাদের মুগ্ধ করবে।

বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ

এদেশের অনেক বীর সন্তান মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছে। তাঁদের মধ্যে বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ একজন। তিনি অসীম সাহসে শত্রু সৈন্যদের সাথে প্রাণপণ লড়াই করেন। লড়াই করতে করতে তিনি শহীদ হন।

মজার দেশ

'মজার দেশ' একটি হাল্কা রসের কবিতা। এ কবিতার ভেতরে সব কাজই উল্টো করে দেখানো হয়েছে। কবিতাটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা আনন্দ লাভ করবে।

সেই ছেলেটি

'সেই ছেলেটি' একটি জীবনীমূলক রচনা। এর ভেতর দিয়ে শিক্ষার্থীরা আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম সম্পর্কে জানতে পারবে।

ভাল কাজ

'ভাল কাজ' থেকে শিক্ষার্থীরা ভাল কাজ বলতে কী বুঝায় এবং মানুষ হতে হলে কী করতে হয় তা বুঝতে পারবে। ভাল কাজ করার অনুপ্রেরণা দেবে এ কবিতা।

মামার বাড়ি

খোকাখুকু মামার বাড়িতে বেড়াতে ভালবাসে। মামাদের বাগানে অনেক ফল পাকে। মামাদের মাঠে অনেক তরকারি ফলে। এসব ফল ও তরকারি খেতে খোকাখুকু ভালবাসে। তাই তারা রোজ রোজ মামার বাড়িতে আসে।

দিন মাস ঋতু

চব্বিশ ঘণ্টাতে এক দিন। সাত দিনে এক সপ্তাহ। ত্রিশ দিনে এক মাস। বার মাসে এক বছর। প্রতি দুই মাসে এক ঋতু হয়। ছয় ঋতুর দেশ বাংলাদেশ। দিন মাস বছর ও ঋতুর হিসাব শিশুদের অভিজ্ঞতা বাড়াবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.১

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে (ক) বৃত্তায়িত করুন:

১. শিক্ষার্থীরা পড়া শিখতে আরম্ভ করে–
ক. জন্মের পর থেকে
খ. যখন কথা বলে
গ. প্রথম শ্রেণি থেকে
ঘ. দ্বিতীয় শ্রেণি থেকে।

২. প্রথম শ্রেণিতে বর্ণ শেখানো হয়–
ক. ধ্বনি ও বর্ণ শেখানোর ভিতর দিয়ে
খ. ধ্বনি ও শব্দ শেখানোর ভিতর দিয়ে
গ. ধ্বনি ও বাক্য শেখানোর ভিতর দিয়ে
ঘ. শব্দ ও বাক্য শেখানোর ভিতর দিয়ে।

৩. দ্বিতীয় শ্রেণির পাঠ্য বইয়ে কোন মুক্তিযোদ্ধার কথা বলা হয়েছে?
ক. বীর শ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ
খ. বীর শ্রেষ্ঠ মোস্তফা কামাল
গ. বীর শ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান
ঘ. বীর শ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান।

৪. 'চিড়িয়াখানা'- গল্পটি কিসের আকারে লেখা?
ক. কবিতার আকারে
খ. সংলাপের আকারে
গ. প্রবন্ধের আকারে
ঘ. গদ্যের আকারে।

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. 'মায়ের ভালবাসা'-র ভেতর দিয়ে শিক্ষার্থীরা কী শিক্ষা লাভ করবে?

২. 'মহানবীর দয়া' রচনাটির ভেতর দিয়ে শিক্ষার্থীরা কোন্ গুণ শিখবে?

৩. 'দিন মাস ঋতু'-র বিষয়বস্তু কী?

পাঠ ৫.২

পাঠ্যপুস্তক ভিত্তিক পঠিতব্য বিষয়: তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণি

উদ্দেশ্য

এই পাঠের শেষে আপনি–

- তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক ভিত্তিক বিভিন্ন পাঠের বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত রূপ বর্ণনা করতে পারবেন;
- বিষয়বস্তুর শ্রেণি বিন্যাস করে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারবেন এবং
- তিনটি শ্রেণির শিক্ষক সংস্করণের বিষয় অনুযায়ী পাঠ দিতে পারবেন।

তৃতীয় শ্রেণি

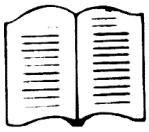

আমার বই: তৃতীয় ভাগ

'আমার বই: তৃতীয় ভাগ' বর্তমানে তৃতীয় শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক হিসেবে চলছে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির পাঠ্যসূচিতে এমন বিষয়বস্তুর সন্নিবেশ করা হয়েছে যাতে শিক্ষার্থীরা স্বেচ্ছায় প্রণোদিত হয়ে মুখে মুখে বাংলা ভাষায় বাক্য রচনা করতে পারে, পাঠ্যবিষয় ও পাঠ সম্পৃক্ত বিষয় সাবলীলভাবে পড়তে পারে এবং সে সম্পর্কে তারা অভ্যস্ত হয়। তৃতীয় শ্রেণির পাঠ্যসূচিতে ভাষার ব্যবহারিক দিকগুলোর ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। এবার আসুন আমরা জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত শিক্ষক সংস্করণ অনুযায়ী তৃতীয় শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক ভিত্তিক পাঠ্যসূচির বিষয় নির্দেশগুলো জেনে নিই।

ছবির পাঠ: শুনি, বলি ও পড়ি

'ছবির পাঠ: শুনি, বলি ও পড়ি'-তে আনুষ্ঠানিক জ্ঞান অর্জনের বিষয়বস্তু সন্নিবেশ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আনুষ্ঠানিক জ্ঞান ও অর্জন করবে। এ পাঠ শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করানোর সময় শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে পড়া শুনার পাশাপাশি আরও কী কী কাজ করে এবং এ ধরণের কাজে তারা কেমন আনন্দ পায় তা দু'একটি প্রশ্নের মাধ্যমে জেনে নেবেন।

প্রার্থনা

আল্লাহর কাছে আমরা দুহাত তুলে মোনাজাত করি তাঁর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে। তিনি আমাদের দান করেছেন ফুল, ফল, নদী ভরা জল দিয়ে এই সুন্দর পৃথিবী। সব মানুষকে আপন করে মধুর মমতায় ভরে দিয়েছেন আমাদের প্রাণ। তাই আমরা আল্লাহকে ভুলে না গিয়ে সহজ সরল ও সৎপথে চলে তার গুণ গান গেয়ে যাব।

বৃষ্টির ছড়া

এটি একটি মজার ছড়া। বর্ষাকালে সহসা বৃষ্টি এল। গাঁয়ের নাম হাটখোলা। মেঘ ডাকছে। নদীতে খেয়া নৌকা নেই। কাশবন ও ঘাসবন বৃষ্টিতে দুলছে। মেঘ দেখে রাখাল ছেলে আউশ ধানের মাঠ ছাড়িয়ে আমন ধানের ক্ষেতের দিকে ছুটে চলেছে।

সাগর দেখে এলাম

কক্সবাজার গিয়ে সাগরটা দেখে এল ছেলেটি। পৃথিবীর সবচেয়ে দীর্ঘ, চওড়া আর সুন্দর কক্সাবাজারের সাগরতট। এই ধারণাটা বেশ কঠিন। নানা প্রশ্নের মাধ্যমে ধারণাটা স্পষ্ট করে দেবেন।

আদর্শ ছেলে

আমাদের দেশে আজ প্রকৃত মানুষের বড় প্রয়োজন। এজন্য ছাত্র জীবনেই শিশুদের দেশ ও দশের কল্যাণের জন্য মনে মনে প্রতিজ্ঞা নিতে হবে। সুন্দরভাবে জীবনকে গড়ে তুলতে হবে।

কাজেই পরিচয়

সূর্যের যেমন শক্তি আছে, বাতাসেরও তেমনি শক্তি আছে। তবে দুজনের শক্তি দুরকম। কিন্তু কার শক্তি বেশি? এই নিয়ে সূর্য আর বাতাস -দুজনের মধ্যে তুমুল তর্ক বাধল। শেষে তারা নিজেদের শক্তির পরীক্ষা করতে রাজি হল। প্রতিযোগিতায় জয়ী হল সূর্য। বাতাস বুঝল, কাজেই শক্তির আসল পরিচয় মেলে, কথার বড়াই দিয়ে বড় হওয়া যায় না।

মাঝি

গাঁয়ের নদীতে বাঁশের খুঁটিতে বাঁধা ডিঙি নৌকা, জেলেরা মাছ ধরছে, গরু মহিষ নিয়ে রাখাল ছেলে সাঁতার দিয়ে নদী পার হচ্ছে- এসব দেখে ছেলেটির খুব ভাল লাগে। তার ইচ্ছে, বড় হয়ে সে খেয়াঘাটের মাঝি হবে। তবে তার মা রাজি হলেই তা হবে।

আমাদের জয়নুল

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন ১৯১৪ সালের ২৯শে ডিসেম্বর। তিনি ময়মনসিংহের মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। ব্রহ্মপুত্রের দুই তীরের প্রাকৃতিক দৃশ্য, নদীতে জেলেদের মাছ ধরা, নীল আকাশে মেঘের আনাগোনা তিনি নয়ন ভরে দেখতেন আর তুলির টানে আঁকতেন এসব দৃশ্যের ছবি। তিনি ছিলেন কলকাতা আর্ট কলেজের সেরা ছাত্র। ১৩৫০ সালে দেশজুড়ে দেখা দিল দারুণ দুর্ভিক্ষ। নিজের চোখে দেখা দুর্ভিক্ষের ছবি আঁকলেন জয়নুল। মানুষের জীবনের এমন করুন আর বাস্তব চিত্র যিনি দক্ষ হাতে আঁকতে পারেন, তিনিই তো একজন সার্থক শিল্পী।

বাংলা ভাষা

বাংলা আমাদের মায়ের ভাষা। জন্মগ্রহণ করেই আমরা মায়ের মুখে এ ভাষার মধুর বুলি শুনতে পাই। বাংলা ভাষার মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার অনুভূতিকে প্রকাশ করি। নৌকার মাঝি, বাউল সাধক, খেতের চাষী সবার মুখেই এ ভাষার মধুর গান। বাংলা ভাষা আমাদের গর্ব, আমাদের আশার বাণী।

এক কুঁজো বুড়ির গল্প

এক কুঁজো বুড়ির রঙ্গা, রঙ্গা আর ভুতো নামে তিনটি কুকুর ছিল। বুড়ি একদিন নাতনীর বাড়ি যাবার সময় কুকুর তিনটিকে বাড়ি পাহারায় রেখে গেল। পথে দেখা হল শেয়াল ও বাঘের সঙ্গে। শেয়াল ও বাঘ বুড়িকে খেতে চাইল। বুড়ির মাথায় ছিল বেজায় বুদ্ধি। সে শেয়াল ও বাঘকে বুঝিয়ে বলল যে, তার গায়ে মাংস নেই। এখন তাকে খেয়ে তারা মজা পাবে না। নাতনীর বাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে মোটা হয়ে আসলে যেন তাকে খায়। নাতনী বুড়িকে বেশ আদর যত্ন করে খাওয়াল। বাড়ি ফেরার কথা মনে হতেই বুড়ি চিন্তিত হল। পথে তো শেয়াল আর বাঘ আপেক্ষায় আছে। শেষে নাতনীর ও নিজের বুদ্ধিতে বুড়ি শেয়াল ও বাঘের হাত থেকে বেঁচে গেল। এটি একটি মজার গল্প। এরকম গল্প শিশুরা নিজে নিজে তৈরি করে বলতে পারে। বলতে তাদের সাহায্য করতে হবে।

ছবির পাঠঃ সংকেতগুলো জেনে নিই

শহরে পথ চলাকালে পথচারীদের সুবিধার জন্য যে সব সংকেত ও নির্দেশ নানাভাবে দেওয়া আছে সে সম্পর্কে শিশুরা জানবে। পথ চলাকালে প্রয়োজনবোধে তারা দূরের মানুষের সাথে কিভাবে টেলিফোনে কথা বলতে পারবে সে সম্পর্কে জানবে। এই দক্ষতা সবাই যাতে ভাল ভাবে অর্জন করে তার চেষ্টা করতে হবে।

বিজয় দিবস

ষোলই ডিসেম্বর আমাদের বিজয় দিবস। এদিন সমস্ত জাতি উৎসবের আনন্দে মেতে ওঠে। স্কুল কলেজ, বাড়ি-ঘর, দোকান-পাট, অফিস-আদালতে ওড়ানো হয় জাতীয় পতাকা।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতের আঁধারে ঘুমন্ত মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল পাকিস্তানি বর্বর সৈন্যরা। ঢাকা শহরে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করেছিল তারা। শুরু হয় তখন মুক্তিযুদ্ধ। নয়

মাস যুদ্ধের পর পাক হানাদার বাহিনী পরাজয় বরণ করে এবং ১৬ই ডিসেম্বর আত্মসমর্পণ করে। বিজয় দিবস তাই আমাদের বিজয়ের দিন, আনন্দের দিন।

মুক্তিসেনা

মুক্তিসেনারা মাতৃভূমিকে শত্রুমুক্ত করার জন্য অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিল। দেশের স্বাধীনতার জন্য তারা বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছে। পাকিস্তানি হানাদার সৈন্যদের পরাজিত করে মুক্তিসেনারা দেশকে স্বাধীন করেছে। ইতিহাসে তাঁদের ত্যাগের কথা, সাহসিকতার কথা সোনার হরফে লেখা থাকবে।

মজার খেলা বউ-ছি

আমাদের দেশে দেশী-বিদেশী অনেক খেলার প্রচলন রয়েছে। ফুটবল বিদেশী খেলা হলেও তা এখন আমাদের দেশে খুবই জনপ্রিয়। হকি, ক্রিকেট, টেনিস এসব খেলা বিদেশী। আমারের দেশী খেলার মধ্যে রয়েছে বউ-ছি, কানামাছি, গোল্লাছুট, ডাংগুলি, লুকোচুরি ইত্যাদি। এগুলোর মধ্যে বউ-ছি ছেলেমেয়েদের কাছে খুবই প্রিয় খেলা।

আমাদের গ্রাম

চমৎকার একটি দেশপ্রেমের গল্প। বাংলাদেশের গ্রামগুলো ছোট ছোট। ছোট ছোট ঘরে এখানকার মানুষ বাস করে। গ্রামের মানুষ সহজ সরল জীবন যাপন করে। তারা সবাই মিলেমিশে বসবাস করে।

চল্ চল্ চল্

আমাদের তরুণ দল আলোর দিশারী। সকালের সূর্য যেমন রাত্রির সব আঁধার মুছে দেয়, তেমনি তরুণ দল প্রচন্ড আঘাতে বিশাল বাধাকে অতিক্রম করে দেশকে রক্ষা করবে। সমাজের সকল অজ্ঞতা ও কুসংস্কারকে মুছে দিয়ে সমাজকে তারা সত্য ও আলোর পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

বীরশ্রেষ্ঠ জাহাঙ্গীর

আমাদের দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যাঁরা শহীদ হয়ে বীর শ্রেষ্ঠ সম্মানে ভূষিত হয়েছেন, বীর শ্রেষ্ঠ জাহাঙ্গীর তাদের মধ্যে একজন। তিনি সৈনিক হয়ে ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে প্রাণপণ যুদ্ধ করে দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করেছেন। আমরা বীর শ্রেষ্ঠ জাহাঙ্গীরকে শ্রদ্ধা জানাই।

স্বাধীনতার সুখ

স্বাধীনতা এক অমূল্য সম্পদ। স্বাধীনতার মাঝে দারিদ্র্যক্লিষ্ট জীবনেও নেমে আসে পরম সুখ ও শান্তি। তাই বাবুই পাখি শত দুঃখকষ্টে থেকেও নিজের তৈরি কাঁচা ঘরকে পরের প্রাসাদ অপেক্ষা উত্তম ভাবে। পক্ষান্তরে, পরাধীন জীবন হাজার আরাম আয়েশের মধ্যে কাটালেও তাতে কোন গৌরব বা আনন্দ নেই। পরাধীন জীবনকে দাসত্বের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। কবিতাটি দুজন শিশু বাবুই ও চড়াইয়ের ভূমিকায় আবৃত্তি করবে।

দৈত্য হল খেলার সাথী

একটি সুন্দর বাগান। বাগানে শিশুরা খেলতে আসে। কিন্তু বাগানটি একটি দৈত্যের। তার স্বভাব হিংস্র। সে কাউকে ভালবাসে না। তার বাগানে সে শিশুদের খেলতে দেয় না। একদিন দৈত্য বুঝতে পারল সে শিশুদের ভাল না বাসলে তার বাগানে ফুল ফুটবে না, পাখিরা গান গাইবে না। দক্ষিণা হাওয়া বইবে না। তাই দৈত্য শিশুদের খেলার সাথী হল। এই চমৎকার রূপকথার রেকর্ড আছে। সংগ্রহ করতে পারলে সেটা শিশুদের শোনাবেন।

মানুষ বাড়ছে

অতীতে আমাদের দেশ ধন সম্পদে ভরপুর ছিল। কিন্তু এখন মানুষ বাড়ছে আর নানা অভাব দেখা দিচ্ছে। রাস্তাঘাটে ও গাড়িঘোড়ায় লোকের ভিড়। শহরে বস্তিতে, ফুটপাতে মানুষ কত কষ্টে বসবাস করছে। মানুষ যত বাড়ছে, দুঃখ কষ্ট ও তত বাড়ছে। আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ করা এখন প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ছে।

রাখাল ছেলে

রাখাল ছেলে গাঁয়ের বালক। সবুজ তরুলতায় ঘেরা গ্রামের সোনালি রঙের ছন বা পাতা দিয়ে ছাওয়া ছোট্ট কুটিরে সে থাকে তার মাকে নিয়ে। গ্রামে মাঠের সব কিছু যেন রাখাল ছেলেটিকে ডাকে। গাছের পাতা, সরষে ফুল, ধানের শীষ, মাঠের হাওয়া, সবাই যেন তার খেলার সাথী। গ্রামের এই সুন্দর ছবি আমাদের ভাল লাগে।

চতুর্থ শ্রেণি

আমার বইঃ চতুর্থ ভাগ

'আমার বইঃ চতুর্থ ভাগ' বর্তমানে চতুর্থ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক। তৃতীয় শ্রেণির মত চতুর্থ শ্রেণির পাঠ্যসূচিতেও ভাষার ব্যবহারিক দিকগুলোর ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে শিক্ষার্থীর কল্পনা, অনুভূতি,বুদ্ধি ও সৃজনশীলতার বিকাশ এবং ভাষা সম্পদের ক্ষেত্রগুলো সম্প্রসারিত করা হয়েছে। চতুর্থ শ্রেণির পাঠ্যসূচিতে শিক্ষার্থীদের বয়স ও শ্রেণি অনুযায়ী দেশ, সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় দানের উপযোগী বিষয়বস্তুর সমাবেশ আছে। এবার আসুন আমরা জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত শিক্ষক সংস্করণ অনুযায়ী চতুর্থ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক ভিত্তিক পাঠ্যসূচির বিষয় নির্দেশগুলো জেনে নিই।

রূপময় বাংলাদেশ

নানারূপে বৈচিত্র্যময় আমাদের এ বাংলাদেশ। এদেশের দিগন্ত জোড়া ফসলের মাঠ যেন সবুজে আঁকা ছবি। এদেশের প্রকৃতির রূপ ও রঙের বৈচিত্র্য আমাদের মুগ্ধ করে। অঞ্চলভেদে প্রকৃতির রূপ-বৈচিত্র্য মানুষের জীবন ও জীবিকার ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। আমাদের প্রিয় স্বদেশকে নিয়ে আমরা গর্ব করি।

স্বদেশ

আমাদের প্রিয় স্বদেশ বাংলাদেশ। এদেশের মাঠ-ঘাট-প্রান্তর, বাড়ি-বাগান ও পাখ-পাখালি-সবকিছু মিলে রচিত হয়েছে এক অপরূপ দৃশ্য।

বেগম রোকেয়া

বেগম রোকেয়া ছিলেন রংপুর জেলার এক বনেদী জমিদার পরিবারের সন্তান। সে সময় মেয়েদের কঠোর পর্দা মেনে চলতে হত। তাদের লেখাপড়ার কোন সুযোগই ছিল না। এই প্রতিকূল পরিবেশেও বেগম রোকেয়া গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে লেখাপড়া শেখেন। কুসংস্কার ও নারী নির্যাতন দূর করার জন্য তিনি অনেক বই লেখেন। তিনি বালিকাদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। আমরা তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।

বীর পুরুষ

শিশু একদিন বড় হবে। বড় হয়ে বড় কাজ করবে। সে তার কাজে বীরত্ব ও সাহসের পরিচয় দেবে। বীরপুরুষ কবিতায় একটি শিশু এমনি একটি কাল্পনিক দুঃসাহসিক কাজে এগিয়ে চলেছে। বিপদের মুখে মাকে রক্ষা করার মধ্য দিয়ে সে বীরত্বের পরিচয় দিচ্ছে।

পুটু

মা-হারা 'পুটু' একটি ছাগল ছানা। পরিবারের একটি শিশুর মতোই আদর-যত্নে সে বড় হয়। ঈদ উৎসবে তাকে জবাই করার কথা বলা হলে মা ও ছোট খুকুর মন কেঁদে ওঠে। শেষ পর্যন্ত সেই মমতারই জয় হয়। বাবা পুটুকে জবাই করতে দিলেন না।

হেমন্ত

ঋতু পরিক্রমায় হেমন্ত আসে। বাগানে হলুদ গাঁদার রং ছড়িয়ে পড়ে। খেজুর রস আর পিঠা-পায়েসের মিষ্টি গন্ধে হেমন্ত মধুময় হয়ে ওঠে।

শীতের পিঠা পুলি

শীতকালে আমাদের দেশে নানা রকমের পিঠা তৈরি হয়। এসব পিঠা যেমন দেখতে সুন্দর তেমনি খেতেও খুব মজার।

পালকির গান

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অপূর্ব এই কবিতা। এখানে দেখা যাচ্ছে ভর দুপুরে পালকি চলেছে। দুপুরের রোদে মাঠঘাট তেঁতে উঠেছে। ময়রা, মুদি বসে ঝিমুচ্ছে। হাটের শেষে লোকজন বাড়ি ফিরছে। ফড়িংগুলো উড়ছে। বেলা গড়িয়ে যাচ্ছে। পালকি নিয়ে বেহারাদের অনেক দূরে যেতে হবে।

পাখিদের কথা

পাখির দেশ বাংলাদেশ। এদেশে নানা ধরনের ও নানা রঙের পাখি দেখা যায়। কোন পাখি দেখতে ভারি সুন্দর, আবার কোন পাখির গানের গলা বেশ মিষ্টি। দেশী পাখি ছাড়াও শীতের দিনে এদেশে উড়ে আসে অনেক অতিথি পাখি। পাখি আমাদের দেশের সম্পদ।

ঝিঙে ফুল

ঝিঙে গাছের পাতা সবুজ আর ফুল হালকা হলুদ রঙের। কবি ফিঙে পাখির সঙ্গে ঝিঙে ফুলের তুলনা করেছেন। ঝিঙের লতানো গাছ বাতাসে মৃদু দোল খায়।

মহানবীর মহানুভবতা

ইসলামের নবী হযরত মুহম্মদ (স) ছিলেন একজন মহৎপ্রাণ মানুষ। ইসলামের নবী হলেও তিনি জাতি ও ধর্মের উর্ধে উঠে দুঃখী মানুষের সেবা করেছেন। তাদের দুঃখ কষ্ট দূর করেছেন। তাঁর এই সেবাপরায়ণতায় বিধর্মীরা তাঁকে গ্রহণ করেছে বন্ধু হিসেবে।

কাজলা দিদি

বাঁশ বাগানের মাথার ওপর চাঁদ উঠেছে। লেবু গাছের তলে থোকায় থোকায় জোনাকি জ্বলছে। ফুলের গন্ধে চারদিক আমোদিত। এমন সময় খুকি তার প্রিয় কাজলা দিদিকে মনে করছে।

নাটোর ঘুরে এলাম

নাটোর বাংলাদেশের একটি ঐতিহাসিক স্থান। এখানে দিঘাপতিয়ার রাজবাড়ি ও রাণী ভবানীর বাড়ি অবস্থিত। ঐতিহাসিক স্থান ও কীর্তি দেখার জন্য পর্যটকগণ নাটোর ভ্রমণ করেন।

ভাষার গান

আমাদের চারপাশের জগৎ সুরে ও ভাষায় পরিপূর্ণ। পাখির ভাষা অত্যন্ত মধুর। নদী কুলকুল শব্দে প্রবাহিত হয়। কিন্তু সকল ভাষার সেরা আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। এ ভাষার মধ্য দিয়েই আমাদের মনের বিচিত্র ভাবের প্রকাশ ঘটে।

টুনটুনি ও কুনোব্যাঙ

এটা একটি চাকমা রূপকথা। এ রূপকথায় নয়টি চরিত্র রয়েছে- কুনোব্যাঙ, টুনটুনি, রংরাং পাখি, হরিণ, অজগর, পিঁপড়ে, হাতি, বুড়ি ও রাজা। এতে বর্ণিত বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে মিথ্যে কথা বলার ফলে কি বিপদ ঘটতে পারে তা বর্ণিত হয়েছে। কুনোব্যাঙ মিথ্যে কথা বলেছে আর এর ফলেই একের পর এক দুর্ঘটনা ঘটেছে। অবশেষে মিথ্যে বলার জন্য শাস্তি পেয়েছে কুনোব্যাঙ। মিথ্যেবাদীকে অবশ্যই শাস্তি পেতে হয়। গল্পটি শিশুরা অভিনয় করবে।

কেমন বড়াই

কবিতার লোকটি নিজের শক্তি, সাহস নিয়ে অহেতুক বড়াই করত। সে কোন কিছুতেই ভয় পায় না বলে জাহির করত। সকলে তার এসব কথায় ভয়ে কাঁপত। লোকটি মুখেই বড় বড় কথা বলত; কিন্তু সে সামান্য উই পোকার কাছেও কাবু ছিল।

বই পড়া ভারি মজা

বই পড়া একটি মজার ব্যাপার। বই পড়ে শিশুরা কৌতূহলী হয়ে ওঠে। তারা রূপকথা আর বিজ্ঞানের বই পড়তে ভালবাসে। রূপকথার বই তাদের নিয়ে যায় রূপকথার রাজ্যে। আর বিজ্ঞানের বই তাদের অজানাকে জানার জন্য কৌতূহলী করে তোলে। বই পড়ে শিশুরা জ্ঞানলাভে আগ্রহী হয়ে ওঠে।

গড়াই নদীর তীরে

গড়াই নদীর তীরে লতাপাতা ঘেরা একটি কুটির। কুটিরের চারপাশ ঘিরে রয়েছে বুনোফুল আর লাউ-কুমড়ার ঝাড়। কুটিরের সামনে একটি উঠান। সেখানে চাষীবউ ক্ষেতের ফসল রোদে শুকিয়ে নেয়। কুটিরের পাশে এঁদো ডোবা থেকে ডাহুকের গান শোনা যায়।

বাঘের সাজা

রাজার বাগান বাড়িতে খাঁচায় বন্দি এক বাঘ ছিল। বাঘের অনুরোধে একজন মানুষ খাঁচার দরজা খুলে দেওয়ার পর বাঘ তাকে খেতে চাইল। বুদ্ধি খাটিয়ে লোকটি শিয়াল ও বটগাছকে সাক্ষী মেনে উপকারীর অপকার কেউ করে কিনা জানতে চাইল। বটগাছ বলল উপকারীর অপকার সবাই করে। কিন্তু শিয়াল চালাকি করে বাঘকে খাঁচায় ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। উপকারীর উপকার যে স্বীকার করে না তাকে এভাবেই সাজা পেতে হয়। গল্পটা শিশুরা অভিনয় করবে।

পারিব না

কোন কাজ একবার করতে না পারলে বার বার চেষ্টা করতে হবে। পারব না- একথাটি বলা ঠিক নয়। পাঁচজনে যা পারে আমরাও তা করতে পারব। যারা অলস ও অবোধ তারা কিছুই করতে পারে না। বার বার চেষ্টা করেই আমাদের সবকিছু শিখতে হবে।

ঢাকার চিঠি

ঢাকার দর্শনীয় বিষয় সম্পর্কে চিঠি এটি। আফরিন ঢাকায় মেজ চাচার বাসায় বেড়াতে এসেছে। এখানে দেখা লালবাগের কেল্লা, বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে লঞ্চঘাট, বাহাদুর শাহ পার্ক, ঢাকা স্টেডিয়াম, বায়তুল মোকাররম মসজিদ, শিশু পার্ক, কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবর, শহীদ মিনার এবং চিড়িয়াখানা সম্বন্ধে সে চিঠির মাধ্যমে নার্গিসকে জানাল। অনুরচন শেখাবার সময় এ চিঠি দেখালে ভাল হয়।

স্বাধীন বাংলাদেশ

অনেক পথ অতিক্রম করে, বহু সংকট পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। দেশের স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধে যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন তাঁরা অমর হয়ে আছেন।

বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান

মুক্তিযুদ্ধে এদেশের অনেক বীর সন্তান আত্মহুতি দেন। তাঁদের মধ্যে হামিদুর রহমানের নাম স্মরণীয়। তিনি অসীম সাহসে শত্রু সৈন্যের মুখোমুখি হন এবং দেশের জন্য প্রাণপণ লড়াই করে শহীদ হন। মুক্তিযুদ্ধে অসাধারণ অবদানের জন্য তাঁকে 'বীরশ্রেষ্ঠ' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

প্রার্থনা

আল-াহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন। তিনি পরম দয়ালু ও সর্বশক্তিমান। আমরা তাঁর প্রশংসা করি। তাঁর কাছে শক্তি ও সাহস প্রার্থনা করি এবং সরল সঠিক পথের সন্ধান চাই।

সুখী মানুষ

সুখী মানুষ পৃথিবীতে বিরল। এমন দেখা যায়, যার অনেক ধনদৌলত আছে সে সুখী নয়। আবার যার কিছুই নেই সে মনের দিক থেকে খুব সুখী। সুতরাং প্রকৃত সুখী মানুষ কে- তা খুঁজে বের করা কষ্টকর ব্যাপার। এমন একজন ব্যক্তির সন্ধান আমরা এ নাটিকায় পাই যার কোন চাহিদা নেই, পাওয়ার বাসনাও নেই- তাই সে সুখী। এটি শিশুরা অভিনয় করবে।

পঞ্চম শ্রেণি

আমার বইঃ পঞ্চম ভাগ

বর্তমানে 'আমার বইঃ পঞ্চম ভাগ' পঞ্চম শ্রেণিতে পাঠ্যপুস্তক হিসেবে চলছে। পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বয়স, মানসিক বিকাশ এবং ভাষানুশীলনের প্রয়োজনের ভিত্তিতে বইটি রচিত হয়েছে। পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের কিশোর মানসের চাহিদা পূরণের উপযোগী করে পাঠ্যসূচিতে গদ্য পাঠ ও কবিতার বিষয়বস্তু সন্নিবেশ করা হয়েছে। এসব বিষয়বস্তু থেকে শিক্ষার্থীরা দেশ, সমাজ ও জাতীর অতীত ও বর্তমান জীবন ধারা সম্পর্কে বেশ কিছুটা অবহিত হয়ে ব্যক্তিত্ব গঠনে সক্রিয়

হতে পারবে। এবার আসুন আমরা জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত শিক্ষক সংস্করণ অনুযায়ী পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক ভিত্তিক পাঠ্যসূচির বিষয় নির্দেশগুলো জেনে নিই।

আমাদের এই দেশ

নদীমাতৃক আমাদের এই দেশ। এদেশের গ্রামগুলো সবুজ গাছপালায় ঘেরা। ফলে ও ফুলে ভরা এ দেশের প্রতিটি অঞ্চল। অঞ্চলভেদে এ দেশের মাটিতে যেমন রয়েছে বিভিন্নতা তেমনি মানুষের জীবন ও জীবিকায়ও রয়েছে কিছু কিছু পার্থক্য। বিভিন্ন অঞ্চলের বিচিত্র ঘরবাড়ি এদেশকে দিয়েছে আর এক সৌন্দর্য।

শিশুর প্রার্থনা

প্রভু আমাদের সৃষ্টি করেছেন। তিনি পরম দয়ালু ও সর্বশক্তিমান। তাই আমরা প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি। 'শিশু' কবিতাটিতেও শিশু পরম প্রভুর কাছে প্রার্থনা করছে যেন তার মন থেকে এ পৃথিবীর সকল রোগ-শোক ও দুঃখ-যন্ত্রনার ভয় প্রভু ভেঙে দেন।

হ্যামেলিনের বাঁশিওয়ালা

হ্যামেলিনের বাঁশিওয়ালা একটি রূপকথার গল্প। জার্মান দেশে হ্যামেলিন নামে একটি ছোট ও সুন্দর শহর ছিল। সে দেশে ছিল এক বাঁশিওয়ালা। মায়াবী সুরে বাঁশি বাজিয়ে সে সেই শহরের ইঁদুরগুলোকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। ইঁদুর তাড়ানোর পরিবর্তে মেয়র তাকে এক হাজার সোনার মোহর দেবেন বলে অঙ্গীকার করেছিলেন। কিন্তু মেয়র তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেননি। তখন বাঁশিওয়ালা বাঁশিতে আর এক নতুন সুর বাজালে শহরের সব শিশু তার পিছু পিছু ছুটে যায়। সে তাদের নিয়ে দূরের পাহাড়ের ভেতর অদৃশ্য হয়ে যায়।

বাংলা ভাষা

আমরা বাঙালি। আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। বাংলা আমাদের প্রাণের ভাষা। এভাষায় আমরা আমাদের হৃদয়ের কথা বলি। বাংলা ভাষা আমাদের পরম গৌরবের, পরম অহংকারের।

গানের দেশ

বাংলাদেশ আমাদের প্রিয় স্বদেশ। ফুল-ফল আর ধন-ধান্য ভরা এদেশ। এখানকার প্রকৃতি ও জীবনের সাথে মিশে আছে অসংখ্য গান, গানের কথা ও সুর। জারি, সারি, ভাটিয়ালি, মুর্শিদি, ভাওয়াইয়া প্রভৃতি গান যেন এদেশের মানুষের মনের কথা। বৃষ্টির গান, বিয়ের গান, পালা-পার্বনের গান। পাখ-পাখালির কল-কাকলি, নদ-নদীর কুলকুল ধ্বনির মত আমাদের জীবনের সাথে মিশে আছে।

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর

বাদলা দিনে কবির মনে শৈশবের মধুর স্মৃতিগুলো ছবির মত ভেসে উঠছে। ছেলেবেলার বৃষ্টি পড়ার গান দোলা দিচ্ছে তাঁর মনে। আকাশে মেঘের খেলার সঙ্গে মনে পড়ছে লুকোচুরি খেলার কথা।

বীরশ্রেষ্ঠ মোস্তফা কামাল

পাকিস্তানিদের অত্যাচার ও শোষণ থেকে আমাদের দেশকে মুক্ত করার জন্য ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ হয়। মুক্তিযুদ্ধে এদেশের অনেক বীর সন্তান প্রাণ দিয়েছেন। এঁদের মধ্যে বীরশ্রেষ্ঠ সিপাহী মোস্তফা কামালের নাম স্মরণীয়। তিনি অতুলনীয় বীরত্বের সঙ্গে শত্রু সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে প্রাণ বিসর্জন দেন। তিনি মরেও অমর হয়ে আছেন। তাঁর অসীম বীরত্বের জন্য তাঁকে বীরশ্রেষ্ঠ উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে।

আজিকার শিশু

'আজিকার শিশু' কবিতাটিতে কবি এযুগের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সে (কবির শিশুকালের) যুগের ছেলেমেয়েদের তুলনা করেছেন। এক সময় এক দেশের মানুষের সঙ্গে অন্য দেশের মানুষের চেনা পরিচয় ছিল না। বিজ্ঞানের আশীর্বাদে বর্তমানে এক মেরুর মানুষের সঙ্গে অন্য মেরুর মানুষেরও

সেতু বন্ধন সৃষ্টি হয়েছে। সাগরতলের জগৎ আবিষ্কৃত হয়েছে, চাঁদের পিঠে মানুষের পদচিহ্ন অঙ্কিত হয়েছে।

কুমড়ো ও পাখির কথা

যে গাছপালা মানুষের এত উপকারে আসে, মানুষ সে গাছপালা কেটে পরিবেশ নষ্ট করছে। আবার কিছু মানুষ আছে, তারা গাছপালা রোপণ করে পরিবেশ সংরক্ষণ করছে। অপরদিকে মানুষকে মারার জন্য তারা বানাচ্ছে অস্ত্র। শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ যুদ্ধের বিরুদ্ধে পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করছে। প্রকৃতিতেও একে অপরের উপকার করছে। যারা উপকার করছে, আমাদের সবার উচিত তাদের উপকারের স্বীকৃতি দেওয়া।

ফাল্গুনে

বাংলাদেশের ছয়টি ঋতুর মাঝে বসন্তকালকে বলা হয় ঋতুরাজ। ফাল্গুন মাসেই হয় ঋতুরাজ বসন্তের আগমন। শীতের হিম বিদায় নেওয়ার পর প্রকৃতি ও জনজীবনে দেখা দেয় এক আশ্চর্য পরিবর্তন। সমস্ত প্রকৃতিতে যেন প্রাণের সাড়া পড়ে যায়। গাছে গাছে সবুজ পাতার সমারোহ দেখা যায়। এভাবে বসন্তকালে সমস্ত প্রকৃতি ও জনজীবনের মাঝে সবুজের আগমনে নতুন প্রাণচাঞ্চল্য দেখা যায়।

স্মরণীয় ও বরণীয় যাঁরা

আমাদের এই বাংলাদেশ এক সময় পাকিস্তানের অংশ ছিল। পাকিস্তানের শাসকেরা বাংলাদেশের মানুষের ওপর নানারকম অত্যাচার ও শোষণ করত। তাই ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ হয়। যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ বিসর্জন দেন। বিজয়ের পূর্ব মুহূর্তে পাকিস্তানিরা আলবদর ও রাজাকার বাহিনীর সহায়তায় আমাদের মূল শক্তি দেশের সেরা শিক্ষক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, চিকিৎসক এবং আরো অনেক কীর্তিমান মানুষকে হত্যা করে। যাঁরা দেশের জন্য প্রাণ দিলেন, তাঁরা চিরদিন আমাদের কাছে স্মরণীয় এবং বরণীয় হয়ে থাকবেন।

সংকল্প

কবি বদ্ধ ঘরে থাকতে চান না। তিনি জগতের সমস্ত রহস্য জানতে চান। তিনি জানতে চান সারা বিশ্বের মানুষ যুগ যুগ ধরে কিভাবে নিত্য নতুন আবিষ্কারের নেশায় মৃত্যুভয়কে তুচ্ছ করে এগিয়ে চলছে।

বিদায় হজ

দশম হিজরীতে মহানবী হযরত মুহম্মদ (স) লক্ষ লক্ষ মুসলমানসহ যে হজব্রত পালন করেন বিশ্বের ইতিহাসে তাই বিদায় হজ নামে খ্যাত। হজ পালনের উদ্দেশ্যে হযরত আরাফাতের ময়দানে উপনীত হন। সেখানে সমবেত বিশাল জনতাকে উদ্দেশ্য করে যে ভাষণ দান করেন তা বিদায় হজের বাণী নামে পরিচিত। তাঁর প্রদত্ত এই উপদেশমূলক বাণী জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে মানব সমাজের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গলের পথ নির্দেশক হিসেবে স্বীকৃত।

মেঘনার ঢল

আমাদের দেশ নদীমাতৃক। নদীর তীরে এদেশের অনেক মানুষই বসবাস করে। কিন্তু নদীতে যখন জোয়ার হয় তখন দুকূল প্লাবিত হয়ে জনজীবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 'মেঘনার ঢল' কবিতাটিতে আমিনা নামে একটি কৃষক মেয়ে কিভাবে মেঘনার জোয়ারের জলে ভেসে গেল সে করুন কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

পুপুর সফর

'পুপুর সফর' একটি মজার গল্প। পুপু একটি পোষা ভালুকের নাম। পুপু একদিন হাজারিবাগ স্টেশনে ট্রেনে উঠল। ট্রেনে ছিল সেলিম, সেলিমের বউ আর তাদের চার বছরের মেয়ে টুনি। ভালুক দেখে সেলিম অচেতন হল। সঙ্গে সঙ্গে তার বউও। কিন্তু টুনি ভালুককে তার পোষা কুকুর মনে করে খাতির জমিয়ে ফেলল। অবশেষে গন্তব্যস্থলে যখন পৌঁছল, তখন টুনি ভালুকের গলা জড়িয়ে আছে দেখে সিপাইরা গুলি ছুঁড়তে পারল না। পরে এক বুড়ো এসে পুপুকে উদ্ধার করল।

কৃষক

কৃষি প্রধান বাংলাদেশের প্রাণই হল কৃষক। শক্ত হাতে তারা লাঙল ধরে, কঠিন মাটিতে ফলায় সোনার ফসল। এদের শ্রমে উৎপাদিত ফসলে এদেশের মানুষ বেঁচে থাকে। দুঃখ কষ্ট অভাব অনটনের মধ্য দিয়ে ওদের জীবন কাটে। সহজ, সরল ওদের জীবন। অতি সরল তাদের মন। ওরা বড়, ওরা মহৎ। কৃষকদের কল্যাণে আমাদের আত্মনিয়োগ করা উচিত।

প্রাণিজগৎ: এক বিস্ময়

পৃথিবীতে বিচিত্র জীবজন্তু রয়েছে। এদের কেউ বাস করে পানিতে, কেউ ডাঙায়। এদের বেশ কিছু প্রাণীকে মানুষ পোষা মানিয়ে নিজের কাজে লাগিয়েছে। এসব প্রাণীর মধ্যে অদ্ভুত ও বিস্ময়কর প্রাণী রয়েছে পৃথিবীর বড় বড় চিড়িয়াখানায়। ঢাকায় মিরপুরে আমাদের জাতীয় চিড়িয়াখানায়ও এমনি কিছু প্রাণী আছে। অযত্নে, অবহেলায় আর সংরক্ষণের অভাবে অনেক জীবজন্তু পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এসব প্রাণীকে রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য।

জোনাকিরা

জোনাকি পোকা অন্ধকারে মিটিমিটি করে জ্বলে। যখন রাতে অন্ধকার নেমে আসে তখন জোনাকিরা দল বেঁধে ঝোপ-ঝাড়ে আলো ছড়ায়। এই আলো ছড়ানোর ভেতর দিয়েই জোনাকির আনন্দের ও ভালবাসার খেলা চলে। অন্যকে আলো বিলিয়ে দেওয়ার মধ্যেই জোনাকির আনন্দ।

মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল হামিদ খান ভাসানী

এদেশের কৃষক, শ্রমিক, জনগণের অধিকার আদায়ে যাঁরা আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন তাঁদের মধ্যে মাওলানা ভাসানীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই মহান নেতা বাংলাদেশ ও আসামের জমিদার মহাজনদের শোষণ থেকে কৃষক সমাজকে রক্ষা করার জন্য দীর্ঘদিন ধরে সংগ্রাম করেছেন। এজন্য তাঁকে অনেক নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। পাকিস্তানের শোষণ থেকে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানকে মুক্ত করার জন্য তিনি আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। এই মহান জনদরদী ত্যাগী নেতাকে আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।

তুলনা

এক পথিক সাত শত ক্রোশ ভ্রমণ করার পর একদা এক প্রবীন জ্ঞানী লোকের সাক্ষাৎ লাভ করেন। তিনি জ্ঞানী ব্যক্তিটিকে সত্য-মিথ্যা ও ন্যায়-নীতিবোধ সম্পর্কে কতগুলো প্রশ্ন করেছিলেন। জ্ঞানী ব্যক্তিটি সত্য-মিথ্যা ও ন্যায়-নীতিবোধ সম্পর্কে তাঁর মত ব্যক্ত করেন।

চাঁদে মানুষ

মানুষের কৌতূহল অসীম। কৌতূহলী মানুষ মহাশূন্যের রহস্য জানার জন্য রকেট তৈরি করেছে। রকেটের মাধ্যমে মহাশূন্যের চাঁদকে এনেছে আপন হাতের মুঠোয়। নীল আর্মস্ট্রং প্রথম চাঁদের বুকে এঁকেছিলেন তাঁর পদচিহ্ন। চাঁদে পৃথিবীর মত আলো-বাতাস নেই, নেই মানুষের কল-কোলাহল। মানুষ শুধু চাঁদ আবিষ্কার করেই থেমে নেই। মানুষ অন্য গ্রহে যাওয়ারও দিন গুণছে।

শিক্ষা গুরুর মর্যাদা

বাদশাহ আলমগীরের ছেলেকে এক মৌলভী সাহেব পড়াতেন। একদিন বাদশার ছেলে মৌলভী সাহেবের ওজু করার সময় পায়ের ধুলি পরিষ্কার করার জন্য পানি ঢেলে দিচ্ছিল। বাদশাহ এ দৃশ্য দেখে খুব খুশি হতে পারেন নি। কারণ, ছেলে নিজ হাতে মৌলভী সাহেবের পা ধুয়ে দেয়নি বলে বাদশা দুঃখ পেয়েছেন। বাদশাহ ধারণা করেছিলেন, শিক্ষক জ্ঞানদান করে তাঁর পুত্রকে প্রকৃত মানুষরূপে গড়ে তুলছেন। শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করার মধ্যে বিনয় ও নমনীয়তা থাকা বাঞ্ছনীয়। বাদশাহ আলমগীর শিক্ষকের প্রতি যে মর্যাদা দেখালেন তাতে তাঁর গৌরব আরও বেড়ে গেল।

আমার মা

মায়ের স্মৃতি সন্তানের নিকট অতি মধুর। কারণ সন্তানের জীবনে 'মা' অতি প্রিয় ব্যক্তি। এই সন্তানকে নিয়েই মায়ের দৈনন্দিন কার্যকলাপ এগিয়ে চলে। 'মা' অত্যন্ত আদর ও স্নেহের সঙ্গে

সন্তানের মঙ্গল কামনা করেন। আর এজন্য তাঁকে দৈনন্দিন জীবনে অনেক দুঃখ কষ্ট করে চলতে হয়। 'আমার মা' রচনাটিতে লেখক তাঁর মায়ের মধুর স্মৃতির কথা বলেছেন।

সবার আমি ছাত্র

বিশ্বজগতে আকাশ, বাতাস, চন্দ্র, সূর্য, পর্বত, নদী প্রভৃতির কাছ থেকে আমরা শিক্ষা পাই। তাই সারা বিশ্ব কবির কাছে পাঠশালা স্বরূপ।

এই পাঠে আমরা যা শিখলাম—
- তৃতীয় শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক ভিত্তিক বিষয়বস্তু।
- চতুর্থ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক ভিত্তিক বিষয়বস্তু।
- পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক ভিত্তিক বিষয়বস্তু।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.২

অ) সংক্ষেপে উত্তর দিন: তৃতীয় শ্রেণি

ক. 'ছবির পাঠ: শুনি, বলি ও পড়ি'-তে শিক্ষার্থীরা আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কোন জ্ঞান অর্জন করবে।
খ. শিক্ষার্থীদের মনে দেশ প্রেম জাগরণ মূলক গদ্য-পদ্যের নাম কী কী?
গ. 'আমাদের গ্রাম' রচনার বিষয় নির্দেশের আলোকে গ্রাম জীবনের পরিবেশ বর্ণনা করুন।

আ) সংক্ষেপে উত্তর দিন: চতুর্থ শ্রেণি

ক. চতুর্থ শ্রেণির পাঠ্যসূচিতে স্বদেশ প্রেমমূলক কী কী গদ্য ও কবিতা আছে?
খ. মুক্তিযুদ্ধে যে সব বীর সৈনিক আত্মাহুতি দেন তাঁদের মধ্যে কোন্ বীরশ্রেষ্ঠের কথা চতুর্থ শ্রেণির পাঠ্যসূচিতে আছে?
গ. 'শীতের পিঠাপুলি' রচনায় কোন কোন পিঠার উল্লেখ আছে?
ঘ. 'বেগম রোকেয়া' রচনাটির বিষয় নির্দেশ করুন।
ঙ. কোন কোন গল্পে পশু-পাখির কথা আছে?

ই) সংক্ষেপে উত্তর দিন: পঞ্চম শ্রেণি

ক. পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের কিশোর মানসের চাহিদা পূরণের উপযোগী করে কী কী সন্নিবেশ করা হয়েছে?
খ. শিক্ষার্থীরা কোন্ কোন্ জিনিস সম্পর্কে অবহিত হয়ে ব্যক্তিত্ব গঠনে সক্রিয় হবে?
গ. মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক রচনা পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে কয়টি আছে এবং কী কী?
ঘ. 'গানের দেশ'-এর মূল বিষয়বস্তু কী?

পাঠ ৫.৩ ব্যাকরণের ধারণা ও উদ্দেশ্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠের শেষে আপনি–

- ব্যাকরণের একটি বিজ্ঞানসম্মত সংজ্ঞা দিতে পারবেন এবং
- ভাষা শিক্ষাদানে ব্যাকরণের আবশ্যকতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ব্যাকরণ

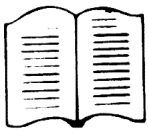

প্রত্যেক ভাষারই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আমাদের বাংলা ভাষায়ও রয়েছে এমনি অনেক বৈশিষ্ট্য। ব্যাকরণের মধ্যে ভাষার এই বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ঘটে। 'ব্যাকরণ' শব্দটি একটি সংস্কৃত শব্দ। এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিশেষভাবে বিশে- ষণ। ব্যাকরণের মাধ্যমে ভাষার বিশ্লেষণ করে তার ভিন্ন ভিন্ন উপাদান ও বিভিন্ন অংশের বৈশিষ্ট্য, এদের পারস্পরিক সম্পর্ক, যোগাযোগ, ব্যবহার প্রণালী ইত্যাদি সম্বন্ধে জানা যায়। ভাষা মনের ভাব প্রকাশ করে। আর ব্যাকরণ সেই মনের ভাবকে শুদ্ধরূপে প্রকাশ করতে সাহায্য করে।

ব্যাকরণের প্রাচীন সংজ্ঞা

ব্যাকরণ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। অনেকে ব্যাকরণের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, 'যে পুস্তক পাঠ করলে ভাষা শুদ্ধরূপে বলতে, পড়তে ও লিখতে পারা যায়, তাকে ব্যাকরণ বলে।' ব্যাকরণের উপরোক্ত সংজ্ঞাটি বর্তমানে গ্রহণযোগ্য নয়। আমাদের মনে রাখতে হবে ভাষা আগে, ব্যাকরণ পরে। আপনি জানেন, বাংলা ভাষার বয়স হাজার বছরেরও বেশি। আর বাংলা ব্যাকরণের বয়স মাত্র দুশত বছরের মত। অতএব কেউ ব্যাকরণ শিখে ভাষা শিখে নাই, ভাষা শেখার পরই ব্যাকরণ শিখেছে। ভাষায় কখন কী হওয়া উচিত তা ব্যাকরণ বলে না, বরং ভাষায় যে পদ্ধতি বা নিয়ম আছে তা ব্যাকরণ বর্ণনা করে।

ব্যাকরণের বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত নবম ও দশম শ্রেণির পাঠ্য বই অনুযায়ী ব্যাকরণের সংজ্ঞাটি নিম্নরূপ-

> "যে শাস্ত্রে কোন ভাষার বিভিন্ন উপদানের প্রকৃতি ও স্বরূপের বিচার বিশ্লেষণ করা হয় এবং বিভিন্ন উপাদানের সম্পর্ক নির্ণয় ও প্রয়োগবিধি বিশদভাবে আলোচিত হয়, তাকে ব্যাকরণ বলে।" এই সংজ্ঞাটিকে বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা বলা হয়।

বাংলা ব্যাকরণ

আপনি এখন একটু চেষ্টা করলে বাংলা ব্যাকরণ কাকে বলে তা বলতে পারবেন। বাংলা ব্যাকরণ হল-

> "যে শাস্ত্রে বাংলা ভাষার বিভিন্ন উপদানের গঠন প্রকৃতি ও স্বরূপ বিশ্লেষিত হয় এবং এদের সুষ্ঠু প্রয়োগবিধি আলোচিত হয়, তা-ই বাংলা ব্যাকরণ।"

আমরা কেন ব্যাকরণ শিখব

ব্যাকরণ ভাষাকে বিশে- ষণ করে আর সে ভাষার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করে। তাই কোন ভাষা সম্বন্ধে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করতে হলে সেই ভাষার ব্যাকরণ পাঠ অপরিহার্য। আমরা ব্যাকরণ পাঠ করলে ভাষার বিভিন্ন উপাদানের গঠন-প্রকৃতি ও সে সবের সুষ্ঠু ব্যবহারবিধি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে পারব এবং কথায় ও লেখায় ভাষা প্রয়োগের সময় শুদ্ধাশুদ্ধি নির্ধারণ করতে পারব। যে কোন ভাষার সৌন্দর্য, মাধুর্য ও লাবণ্য সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে সেই ভাষার ব্যাকরণের উপর। ব্যাকরণ আমাদের বিশুদ্ধ ও মার্জিত ভাষা বলতে ও লিখতে সাহায্য করে।

আপনি জানেন ভাষা গতিশীল। এই ভাষা প্রতিনিয়ত মানুষের মুখে মুখে স্বতঃস্ফূর্তভাবে রূপায়িত হয়ে চলে। ব্যাকরণ সেই ভাষার মৌল প্রবণতা, সাধারণ বৈশিষ্ট্য ও উচ্চারণ পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে নিয়ম রচনা করে ভাষার বিশুদ্ধ প্রয়োগের পথ নির্দেশ করে। ব্যাকরণ জানা না থাকলে ভাষার বিশুদ্ধতা ব্যহত হয়। কাজেই আমরা শুদ্ধভাবে বলা, পড়া, লেখা ও বুঝার জন্যে ব্যাকরণ শিখব।

এই পাঠে আমরা শিখলাম-

- ব্যাকরণের প্রাচীন সংজ্ঞা
- ব্যাকরণের বিজ্ঞানসম্মত সংজ্ঞা
- ব্যাকরণ পাঠের উদ্দেশ্য

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৩

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে (ক) বৃত্তায়িত করুন:

১. ব্যাকরণ শব্দটি একটি–
ক. সংস্কৃত শব্দ
খ. ফারসি শব্দ
গ. তদ্ভব শব্দ
ঘ. ল্যাটিন শব্দ।

২. বাংলা ভাষার বয়স কত?
ক. দুই শত বছর
খ. পাঁচ শত বছর
গ. আট শত বছরের কম
ঘ. হাজার বছরের বেশি।

৩. কোন ভাষা সম্বন্ধে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করতে হলে সেই ভাষার কী পাঠ অপরিহার্য?
ক. রূপকথা
খ. উপকথা
গ. ব্যাকরণ
ঘ. কবিতা।

৪. যে কোন ভাষার সৌন্দর্য, মাধুর্য ও লাবণ্য নির্ভর করে সেই ভাষার–
ক. ইতিহাসের উপর
খ. ব্যাকরণের উপর
গ. শব্দের উপর
ঘ. গদ্যের উপর।

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ব্যাকরণের প্রাচীন সংজ্ঞাটি লিখুন।

২. ব্যাকরণের বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করুন।

৩. বাংলা ব্যাকরণ কাকে বলে?

পাঠ ৫.৪ প্রাথমিক শিক্ষায় ব্যাকরণের স্থান: আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক

উদ্দেশ্য

এই পাঠের শেষে আপনি–

- আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক ব্যাকরণের পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবেন;
- শিখন-শেখানো পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং
- প্রাথমিক স্তরে ব্যাকরণ শেখানোর উপযোগী পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

আনুষ্ঠানিক ব্যাকরণ

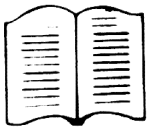

আনুষ্ঠানিক শব্দের আভিধানিক অর্থ শাস্ত্রবিধিসম্মত। এ পদ্ধতিতে স্বতন্ত্র পাঠ্যপুস্তকের ওপর নির্ভর করে পাঠদান করা হয়। আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে ব্যাকরণ শেখাতে হলে আপনাকে একটি স্বতন্ত্র পাঠ্যপুস্তকের ওপর নির্ভর করে ব্যাকরণ শেখাতে হবে। ব্যাকরণ পুস্তকে ব্যাকরণের নিয়মাবলি ও সূত্র থাকে। এ পদ্ধতিতে ব্যাকরণের নিয়মাবলি ও সূত্রগুলো না বুঝেই মুখস্থ করতে দেওয়া হয়ে থাকে। শিক্ষার্থীরা ব্যাকরণের সূত্রগুলো না বুঝেই মুখস্থ করে। এ পদ্ধতিতে সূত্র হতে ক্রমে উদাহরণের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। ফলে তাদের ব্যাকরণ-ভীতি জন্মে।

এ পদ্ধতির সবচেয়ে অসুবিধাজনক দিক হল সপ্তাহের প্রতিদিন ব্যাকরণ পড়ানো সম্ভব হয় না। সপ্তাহে মাত্র একটা বা দুটো পিরিয়ড ব্যাকরণ শেখার সুযোগ হয়। শিক্ষার্থীরা সপ্তাহের দু-একটা পিরিয়ডে কষ্টে-সৃষ্টে ব্যাকরণের সূত্র মুখস্থ করে বটে কিন্তু ব্যাকরণের প্রতি তাদের আগ্রহ, উদ্দীপনা, উৎসাহ ও আকর্ষণ ক্রমেই হারিয়ে যায়। এ পদ্ধতিতে নিয়ম-নীতির ওপর বেশি জোর দেওয়া হয় বলে শিক্ষার্থীরা ভাষা ব্যবহারে দক্ষতা এবং প্রায়োগিক কুশলতা অর্জনে ব্যর্থ হয়।

অনানুষ্ঠানিক ব্যাকরণ

আমরা আনুষ্ঠানিক ব্যাকরণ সম্পর্কে মোটামুটি একটি ধারণা পেয়েছি। এবার আসুন, অনানুষ্ঠানিক ব্যাকরণ নিয়ে একটু ভাবি। অনানুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে ভাষা পাঠের ভেতর দিয়ে ব্যাকরণের নিয়ম-নীতিগুলো উপস্থাপিত হয় বলে শিক্ষার্থীর ভাষার বিকাশ স্বাভাবিক ও সাবলীল হয়। প্রাথমিক স্তরে পাঠের সঙ্গেই 'পাঠ-শিখি' অংশ থাকে। এ অংশে ব্যাকরণের বিষয়গুলো অতি সূক্ষ্মভাবে সংযুক্ত থাকে। আপনি পাঠ্যপুস্তকের বিভিন্ন পাঠের সঙ্গে ব্যাকরণের পাঠকে সম্পৃক্ত করে নেবেন। তাহলে শিক্ষার্থীরা ব্যাকরণের পাঠকে স্বতন্ত্র কোন বিষয় হিসেবে গণ্য করবে না। তাদের কাছে ভাষা শেখার একটি আবশ্যিক দিক বা কাজ হিসেবে ব্যাকরণের বিষয়টি আনন্দদায়ক হয়ে উঠবে। ব্যাকরণের এ পদ্ধতিটি অনানুষ্ঠানিক ব্যাকরণ শিক্ষাদানের একটি উৎকৃষ্ট উপায় হিসেবে বিবেচ্য।

শিখন-শেখানো পদ্ধতি

শিক্ষার্থীরা শোনা, বলা, পড়া ও লেখা- এই চারটি ভাষা দক্ষতা প্রাথমিক স্তরেই অর্জন করে। এই চারটি নৈপুণ্য একে অন্যের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে। এ দক্ষতাগুলো পরিপূর্ণরূপে অর্জনের প্রয়োজনেই শিক্ষার্থীকে ক্রমাগত অনুশীলন করতে হবে। অনুশীলনের কাজে শিক্ষার্থীর ভূমিকা প্রধান হলেও আপনাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। পাঠ্যপুস্তকের বিভিন্ন পাঠের বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে এই অনুশীলনের কাজ চলবে। আপনি প্রয়োজনীয় যোগ্যতাগুলো সামনে রেখেই শিখন-শেখানো কার্যাবলি প্রয়োগ করবেন।

আপনাকে প্রাথমিক শিক্ষায় ব্যাকরণ অনানুষ্ঠানিক পদ্ধতিতেই শেখাতে হবে। কারণ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি কমিটি প্রাথমিক স্তরে বা পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ব্যাকরণ বই স্বতন্ত্র অনুমোদন করে নাই।

আসুন আমরা অনানুষ্ঠানিক ভাবে কি কি পদ্ধতি অবলম্বন করে প্রাথমিক স্তরে ব্যাকরণ শেখাতে পারি, সে ব্যাপারে আলোচনা করি।

ভাষা-বর্ণনামূলক পদ্ধতি

ভাষাভিত্তিক অনুশীলনের মাধ্যমে ব্যাকরণ শেখাকে ভাষা-বর্ণনামূলক পদ্ধতি বলে। এ পদ্ধতি শিশুদের কাছে আনন্দদায়ক। আপনি শ্রেণিতে সহজ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বর্ণ, শব্দ, পদ, বাক্য, বচন, বিরতি চিহ্ন ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা দেবেন। পরে ভাষাভিত্তিক নানা কর্মতৎপরতা যেমন, মিলকরণ, শূন্যস্থান পূরণ, বিপরীত শব্দ বাছাই ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক ধারণা দান করবেন। এ পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের ভাষার ব্যবহারিক কাজে অংশ গ্রহণের সুযোগ করে দেয়।

প্রাসঙ্গিক পদ্ধতি

প্রাসঙ্গিক পদ্ধতিতে ব্যাকরণ শেখানো বেশ আনন্দদায়ক। এ পদ্ধতিতে আপনি বাংলা পাঠ্যপুস্তক থেকে সুকৌশলে ব্যাকরণের পাঠগুলো বাছাই করবেন। তারপর প্রসঙ্গক্রমে অনানুষ্ঠানিকভাবেই শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও উদ্দীপনাকে কাজে লাগাবেন। প্রতিদিনের পাঠ থেকে প্রসঙ্গক্রমে শিক্ষার্থীদের ব্যাকরণ শেখাবেন। এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা খুবই সক্রিয় থাকে। তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয় জানতে, বুঝতে এবং শিখতে চেষ্টা করবে। এই আনন্দের ভেতরে অংশগ্রহণই তাদের ব্যাকরণ শিখতে সাহায্য করে।

এ পদ্ধতিতে শ্রেণির মান অনুসারে প্রসঙ্গক্রমে নির্ধারিত পাঠের বাইরেও আপনি ব্যাকরণ শেখাতে পারেন। তবে লক্ষ রাখবেন শিক্ষার্থীদের কৌতূহল ও আনন্দের যেন ঘাটতি না পড়ে। পাঠ যেন তাদের কাছে বোঝা না হয়ে ওঠে।

আবিষ্ক্রিয়া পদ্ধতি

আমাদের চারপাশের বিকাশমান শিশুদের প্রতি লক্ষ করুন। দেখবেন শিশু তার জীবন ও পরিবেশ থেকে আধো আধো বোলে প্রথমে শব্দ ও ক্রমে বাক্য শেখে। এভাবে বিদ্যালয়ে ভর্তির আগেই সে ধীরে ধীরে অনেক শব্দ, অনেক বাক্য শেখে। বিদ্যালয়ে ভর্তির পর যখন আনুষ্ঠানিক পড়া শুরু হয়, তখন সে তার পাঠের মধ্যে পরিচিত বাক্য এবং বাক্যের মধ্যে পরিচিত শব্দ খুঁজে পায়। এভাবে সে ভাষার কাঠামোগত বিন্যাসের মাধ্যমে ব্যাকরণ শিখবে। প্রাথমিক স্তরে ব্যাকরণের স্বতন্ত্র কোন পাঠ্যপুস্তকে নেই। তাই আপনাকে পাঠ্যপুস্তকের প্রাত্যহিক পাঠ থেকেই ব্যাকরণ শেখাতে হবে।

আপনাকে মনে রাখতে হবে, শুরুতেই ব্যাকরণের কোন সূত্র বা সংজ্ঞা মুখস্থ করানো ঠিক হবে না। সূত্র বা সংজ্ঞা সম্পর্কে শিক্ষার্থীর ধারণা যখন স্পষ্ট হবে কেবল তখনই আপনি সূত্র প্রসঙ্গ আলোচনা করবেন।

আপনি একটা ব্যাপারে লক্ষ রাখবেন, শিক্ষার্থীরা যেন সক্রিয়ভাবে ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয় অনুধাবনের মাধ্যমে শেখে এবং তা যেন নিজেদের কথায় এবং লেখায় ব্যবহার করতে পারে।

আবিষ্কার পদ্ধতিতে বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না হওয়া পর্যন্ত অনুশীলন চলতে থাকবে। কোন একটি বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা না হওয়া পর্যন্ত আপনি বিষয়ান্তরে যাবেন না। যখন কোন একটি বিষয় স্পষ্ট হবে কেবল তখনই পরবর্তী পর্যায়ে প্রসঙ্গ সৃষ্টি করে পুনরানুশীলনের ব্যবস্থা করবেন।

এই পাঠে আমরা শিখলাম-

- আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক ব্যাকরণের পার্থক্য।
- শিখন-শেখানো পদ্ধতি।
- প্রাথমিক স্তরে ব্যাকরণ শেখানোর উপযোগী পদ্ধতি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৪

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে (ক) বৃত্তায়িত করুন:

১. ভাষা বর্ণনামূলক পদ্ধতি কাকে বলে?
ক. ভাষাভিত্তিক অনুশীলনের মাধ্যমে ব্যাকরণ শেখাকে
খ. প্রাসঙ্গিক পদ্ধতিতে ব্যাকরণ শেখাকে
গ. আবিষ্ক্রিয়া পদ্ধতিতে ব্যাকরণ শেখাকে
ঘ. আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে ব্যাকরণ শেখাকে।

২. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি কমিটি কোন্ শ্রেণি পর্যন্ত ব্যাকরণের স্বতন্ত্র পুস্তক অনুমোদন করে নাই?
ক. দ্বিতীয় শ্রেণি পর্যন্ত
খ. তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত
গ. চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত
ঘ. পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত।

৩. আনুষ্ঠানিক শব্দের আভিধানিক অর্থ কী?
ক. আনুষঙ্গিক
খ. শাস্ত্রবিধিসম্মত
গ. শাস্ত্র বহির্ভূত
ঘ. অনুষ্ঠান বহির্ভূত।

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. আনুষ্ঠানিক ব্যাকরণ বলতে কী বুঝেন?

২. অনানুষ্ঠানিক ব্যাকরণ বলতে কী বুঝেন?

৩. আপনার জীবনে ব্যাকরণের প্রভাব নিয়ে দশ লাইন লিখুন।

পাঠ ৫.৫

পাঠ্য বিষয়ভিত্তিক ব্যাকরণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠের শেষে আপনি—

- বাংলা পাঠ্যপুস্তক ভিত্তিক ব্যাকরণের বিষয়বস্তুর বিশেষ বিশেষ দিক উলে- খ করতে পারবেন এবং
- শ্রেণিভিত্তিক ব্যাকরণের উদাহরণ দিতে পারবেন।

শ্রেণিভিত্তিক ব্যাকরণ

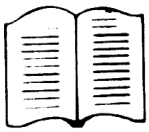

আপনাকে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের পাঠ্য বিষয়ভিত্তিক ব্যাকরণের ধারণা দিতে হবে। ব্যাকরণের নিয়ম-পদ্ধতিগুলো প্রতিটি পাঠের শেষে 'পাঠ শিখি' অংশে দেওয়া আছে। ফলে শিক্ষার্থীরা ব্যাকরণ বিষয়কে স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে ভাবতে শেখে। তবে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে ব্যাকরণের কোন পাঠ নেই। তাই আপনি ভাষাভিত্তিক বিভিন্ন তৎপরতার সাহায্যে শব্দ চয়ন, বাক্য গঠন, ইত্যাদি শেখানোর ব্যবস্থা করবেন। বর্তমান টেকস্টবুক বোর্ড অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকের ব্যাকরণের সুনির্দিষ্ট অনুশীলন নেই বলে পাঠ্যপুস্তকের ভাষার দৃষ্টান্ত দেওয়া হল:

প্রথম শ্রেণী

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক থেকে ব্যাকরণ/ভাষা শেখানোর দৃষ্টান্ত দেওয়া হল:

১. দুদিক থেকে দুটি শব্দ মিলিয়ে একটি জোড় শব্দ তৈরি করি–

বিল - পড়া
লতা - ঝিল
আঁকা - ফল
হাসি - পাতা
লেখা - বাঁকা
ফুল - খুশি

২. দুদিক থেকে দুটি শব্দ মিলিয়ে ছোট বাক্য তৈরি করি–

বল - গাঁথি
মাছ - পরি
মালা - পড়ি
বই - খেলি
জামা - ধরি

৩. খালি ঘরে স্বরচিহ্ন বসাই–

আ	=		ই	=		ঈ	=	
উ	=		ঊ	=		এ	=	
ঐ	=		ও	=		ঔ	=	

দ্বিতীয় শ্রেণী

১. যতি চিহ্ন চিনে নিই-

, = কমা। আবু, আনু ও মতি বাড়ি যায়।
। = দাঁড়ি। আমরা বিকালে খেলি।
? = প্রশ্ন। তুমি কোথায় যাচ্ছ?

২. বিপরীত শব্দ শিখে নিই-

বড় - ছোট
মোটা - সরু
কান্না - হাসি
ভেতর - বাহির
দুঃখ - সুখ

৩. দুদিকের বাক্যগুলো ঠিক ঠিক মিলিয়ে পড়ি-

ক) এক ঝাঁক শালিক	ক) ছোট মাছ ধরে।
খ) আঁচলে ছেঁকে	খ) বাদল নামে।
গ) রাতের বেলা	গ) কিচির মিচির করে ডাকছে।
ঘ) কাশবনে	ঘ) সাদা ফুল ফোটে।
ঙ) আষাঢ় মাসে	ঙ) শেয়াল ডাকে।

তৃতীয় শ্রেণী

তৃতীয় শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে পাঠের সঙ্গে মিলিয়ে ব্যাকরণের পাঠ উপস্থাপন করা হয়েছে। আপনি 'পাঠ শিখি' অংশ থেকে ব্যাকরণের অংশটুকু দেখে নিন।

১। 'ছয় ঋতুর দেশ' শীর্ষক রচনায়-

বাংলাদেশ আমাদের জন্মভূমি।
ঝড়ের দিনে আম কুড়াতে ভারি মজা।
বিলে-ঝিলে হেলেঞ্চা ও কলমিলতা দোল খায়।

ওপরের বাক্যগুলোতে-

বাংলাদেশ একটি দেশের নাম।
আম এক রকম ফলের নাম।
হেলেঞ্চা ও কলমি শাকের নাম।

এ রকমের নামগুলো বিশেষ্য পদ।

২। 'কাজেই পরিচয়' শীর্ষক রচনায়-

সূর্য বলে, আমি বড়।
বাতাস বলে, না, আমি বড়।
এ নিয়ে দুজনের মধ্যে তর্ক বাধে।

'সূর্য বলে, আমি বড়'- এই বাক্যে সূর্য নিজের নামের বদলে 'আমি' শব্দটি ব্যবহার করেছে। আবার, 'বাতাস বলে, না, আমি বড়'- এই বাক্যে বাতাসের নামের বদলে 'আমি' ব্যবহৃত হয়েছে। দুটি বাক্যেই 'আমি' সর্বনাম পদ।

এভাবে, তুমি, আমার, তোমার, তাদের- এই শব্দগুলোও সর্বনাম পদ।

৩। 'বিজয় দিবস' শীর্ষক রচনায়-

বড় বড় দালানের মাথায় পতাকা উড়ছে।
লাল নীল কাগজ কেটে ঘর সাজাই।
সুন্দর জামা পরে আমরা বেড়াতে যাই।
হানাদার পাকিস্তানি সৈন্যরা অত্যাচার চালায়।

ওপরের বড় বড়, লাল নীল, সুন্দর, হানাদার- এই শব্দগুলো বিশেষণ পদ।

৪। 'শহুরে ইঁদুর ও গেঁয়ো ইঁদুর' শীর্ষক রচনায়-

ইঁদুর বাদাম খায়।
বুলবুলি আকাশে উড়ে গেল।
গেঁয়ো ইঁদুর শহরে যাবে।
ইঁদুর বাদাম খায়- এই বাক্যে, ইঁদুর কী করে?
বাদাম খায়। 'খায়' এখানে ক্রিয়াপদ। এভাবে 'উড়ে গেল', 'যাবে' ক্রিয়া পদ।

৫। 'বীর শ্রেষ্ঠ জাহাঙ্গীর' শীর্ষক রচনায়-

খালি জায়গায় নিচের অব্যয় পদগুলো বসাই:

ও, জন্য, আর

ক. জাহাঙ্গীর ছিলেন মেধাবী ------ বুদ্ধিমান।
খ. দেশের --------তিনি যুদ্ধ করেন।
গ. আজ --------তিনি বেঁচে নেই।

৬। 'মানুষ বাড়ছে' শীর্ষক রচনায়-

নিচের বাম ও ডান পাশে সাজানো বাক্যগুলো পড়ি:

আমি পড়ি।	আমরা পড়ি।
তুমি খেল।	তোমরা খেল।
সে খায়।	তারা খায়।

ওপরের বাম পাশের বাক্যে আমি, তুমি ও সে বলতে এক জনকে বোঝানো হয়েছে। এক জন বা একটি বোঝানো হলে একবচন হয়। আর ডান পাশের বাক্যে আমরা, তোমরা, তারা বলতে এক জনের বেশি বোঝানো হয়েছে। একজন বা একটির বেশি হলে বহুবচন হয়।

চতুর্থ শ্রেণী

চতুর্থ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে পাঠের সঙ্গে মিলিয়ে ব্যাকরণের পাঠ উপস্থাপন করা হয়েছে। ব্যাকরণের ধারণাগুলো এসেছে অনুশীলনী অংশে। আপনি 'পাঠ শিখি' অংশ থেকে ব্যাকরণের অংশটুকু দেখে নিন। আসুন আমরা 'পাঠ শিখি' অংশ থেকে কিছু কিছু উদাহরণ দিই।

১। 'পুটু' শীর্ষক রচনায়-

বিরতি চিহ্নগুলোর নাম জেনে নিই:
মা পুটুকে আদর করেন। (। -দাঁড়ি চিহ্ন)
পুটু দেখতে বেশ মোটাতাজা! (! -বিস্ময় সূচক চিহ্ন)
পুটুকে নিয়ে বাবা কোথায় গেলেন? (? -প্রশ্নবোধক চিহ্ন)
পুটু, এদিকে আয়। (, - কমা চিহ্ন)

২। 'টুনটুনি ও কুনোব্যাঙ' শীর্ষক রচনায়-
নিচের বাক্যগুলো পড়ি:

ক. কুনোব্যাঙ বলল, পালাও ভাই, শনিবার ঝড় উঠবে।
খ. হরিণ রাজাকে কুর্নিশ করে বলল, মহারাজ, আমার কোন দোষ নেই।
গ. রাজা বললেন, পিঁপড়েটাকে ডেকে পাঠাও।

ওপরের প্রথম বাক্যে অনুরোধ করা, দ্বিতীয় বাক্যে দোষ স্বীকার করে বিনয় দেখানো এবং তৃতীয় বাক্যে আদেশ বা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

৩। 'স্বাধীন বাংলাদেশ' শীর্ষক কবিতায়-
বিশেষ্য ও বিশেষণ পদ জেনে নিই:

বিশেষ্য	বিশেষণ
জয়	জয়ী
বিজয়	বিজয়ী
অতিক্রম	অতিক্রান্ত
জীবন	জীবন্ত

৪। 'সুখী মানুষ' রচনায়-
এই রচনা থেকে কয়েকটি দ্বিরুক্ত শব্দ খুঁজে বের করে নতুন বাক্য রচনা করি।
যেমন, হাসি হাসি, মাঠে মাঠে।

৫। নিচের বাক্যগুলো পড়ি:

আমি মহারাজের চিকিৎসা করব।
নদীর ধারে লোকটা কেমন হাসছে।
লোকেরা ভিড় করে মজা দেখছে।
পৃথিবীটা বনবন করে ঘুরছে।

ওপরের বাক্যগুলোতে 'করব', 'হাসছে', 'দেখছে' এবং 'ঘুরছে' পদগুলো দিয়ে কোন কাজ করা বোঝানো হয়েছে। এ পদগুলোর নাম ক্রিয়াপদ। যে পদ দিয়ে কোন কাজ করা বোঝায় তাকে ক্রিয়াপদ বলে।

পঞ্চম শ্রেণী

পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে ব্যাকরণের পাঠ অনুশীলনী অংশে স্থান পেয়েছে। চতুর্থ শ্রেণির তুলনায় পঞ্চম শ্রেণির ব্যাকরণ অনেক বেশি বিশ্লেষিত। আপনি 'পাঠ শিখি' থেকে ব্যাকরণের অংশটুকু দেখে নিন। আমরা চতুর্থ শ্রেণির মত পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক থেকে কিছু উদাহরণ নিচে দেব।

১। নিচের বাক্য দুটি পড়ি:

নদীর তীরে তীরে উঠেছে কত জনপদ।
পাকা ধানের সোনালি রং দেখে কৃষকের মুখে হাসি ফোটে।

ওপরের বাক্য দুটিতে অনেকগুলো শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। বাক্যে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি শব্দই এক একটি পদ।

পদ পাঁচ প্রকার: বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয় ও ক্রিয়া।

২। 'হ্যামেলিনের বাঁশিওয়ালা' শীর্ষক রচনায়-

নিচের বাক্যগুলো পড়ি:

উঠেপরে লাগা (প্রাণপণ চেষ্টা করা)- শহরের লোকজন ইঁদুর তাড়ানোর জন্য উঠেপরে লেগে গেল।

চোখ কপালে ওঠা (অবাক হওয়া)- তার পোশাক আর চেহারা দেখে সবার চোখ কপালে উঠল।

মাথায় বাজ পড়া (হঠাৎ করে বিপদে পড়া)- মেয়রের কথা শুনে বাঁশিওয়ালার মাথায় যেন বাজ পড়ল।

ওপরের বাক্যগুলোতে উঠেপরে লাগা, মাথায় বাজ পড়া এবং চোখ কপালে ওঠা শব্দগুলো বিশেষ অর্থ প্রকাশ করছে। এগুলো বাগধারা নামে পরিচিত।

৩। 'বীরশ্রেষ্ঠ মোস্তফা কামাল' শীর্ষক রচনায়-

'বীরশ্রেষ্ঠ মোস্তফা কামাল' রচনাটিতে 'পঞ্চম' শব্দটি আছে। এরকম আরও কয়েকটি সংখ্যাবাচক শব্দ লিখি ও শিখি:

১ম - প্রথম	৬ষ্ঠ - ষষ্ঠ
২য় - দ্বিতীয়	৭ম - সপ্তম
৩য় - তৃতীয়	৮ম - অষ্টম
৪র্থ - চতুর্থ	৯ম - নবম
৫ম - পঞ্চম	১০ - দশম

৪। 'আজিকের শিশু' শীর্ষক কবিতায়-

ক্রিয়াপদের দুধরণের রূপ লিখে নিই:

সাধু	**চলিত**
খেলিয়াছি	খেলেছি
উড়াইয়াছি	উড়িয়েছি
শুনিয়াছি	শুনেছি
রহিয়াছে	রয়েছে
করিয়া	করে (উচ্চারণ ঃ কোরে)
করিবে	করবে
আনিবে	আনবে
উঠিবে	উঠবে

৫। 'কুমড়ো ও পাখির কথা' শীর্ষক রচনায়-
এক কথায় বলি:

যে উপকারীর উপকার স্বীকার করে- কৃতজ্ঞ
যে উপকারীর অপকার করে- কৃতঘ্ন
যে বেশি কথা বলে- বাচাল
যে হিংসা করে- হিংসুক

৬। 'স্মরণীয় যাঁরা বরণীয় যাঁরা' শীর্ষক রচনায়-
পুরুষবাচক ও স্ত্রীবাচক শব্দ শিখি:

জনক - জননী	শিক্ষক - শিক্ষিকা, শিক্ষয়িত্রী
সেবক - সেবিকা	সভাপতি - সভানেত্রী
গায়ক - গায়িকা	খানসামা - আয়া
সম্রাট - সম্রাজ্ঞী	পতি - পত্নী

৭। আমরা দেখতে পাই, একই শব্দ বাক্যে নানা রকম অর্থে ব্যবহৃত হয়। এরকম কয়েকটি শব্দের ব্যবহার লক্ষ করি:

মুখ

মুখ রাখা (সম্মান রাখা)- এ ছেলে বংশের মুখ রাখবে।

মুখ চাওয়া (নির্ভর করা)- আমি তার মুখ চেয়ে আছি।

মুখচোরা (লাজুক ছেলে)- ছেলেটি ভারি মুখচোরা।

মুখ ফুটে বলা (সাহস করে বলা)- তখন মুখ ফুটে কথাটা বললে না কেন?

পাকা

পাকা (শেষ সিদ্ধান্ত)- এবার পাকা কথা দিতে হবে।

পাকা (স্থায়ী)- এ শাড়ির রং পাকা।

পাকা (পক্ক)- আমটি পাকা।

পাকা (দক্ষ)- এ কাজের জন্য পাকা লোক চাই।

এই পাঠে আমরা শিখলাম-
- পাঠ্যপুস্তক ভিত্তিক ব্যাকরণ।
- শ্রেণিভিত্তিক 'পাঠ শিখি' অংশে সন্নিবেশিত ব্যাকরণের বিভিন্ন দিক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৫

১. নিচের বাক্য সত্য হলে বাক্যের বাম পাশে ‘স’ এবং মিথ্যা বাক্যের বাম পাশে ‘মি’ লিখুন।

ক. প্রাথমিক স্তরে ব্যাকরণের ধারণার প্রয়োজন নেই।

খ. ব্যাকরণের নিয়ম পদ্ধতিগুলো প্রতিটি পাঠের শেষে সন্নিবেশ করা হয়েছে।

গ. ‘পাঠ শিখি’ অংশ রচনা শুরু করার আগেই থাকে।

ঘ. প্রথম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে ব্যাকরণের কোন পাঠ নেই।

ঙ. তৃতীয় শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে পাঠের সঙ্গে মিলিয়ে ব্যাকরণের পাঠ উপস্থাপন করা হয়েছে।

চ. চতুর্থ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে পাঠের সঙ্গে মিলিয়ে ব্যাকরণের পাঠ উপস্থাপন করা হয়নি।

ছ. চতুর্থ শ্রেণির তুলনায় পঞ্চম শ্রেণির ব্যাকরণ অনেক বেশি বিশে- ষিত।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ব্যাকরণের নিয়ম পদ্ধতিগুলো প্রতিটি পাঠের কোন অংশে দেওয়া আছে?

২. প্রাথমিক স্তরে ভাষা ভিত্তিক তৎপরতার সাহায্যে আপনি কী শেখানোর ব্যবস্থা নেবেন?

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১. একজন সচেতন শিক্ষক হিসেবে আপনি প্রথম শ্রেণিতে কিভাবে পাঠদান করবেন।

২. পঞ্চম শ্রেণির বাংলা পাঠ্য বইটি কিসের ভিত্তিতে রচিত হয়েছে? এ সম্পর্কে বিশে- ষণ করুন।

৩. ব্যাকরণ পাঠের উদ্দেশ্য কী? ব্যাকরণ ভাষা শিখতে আপনাকে কিভাবে সাহায্য করেছে তা বর্ণনা করুন।

৪. প্রাথমিক স্তরে ব্যাকরণ শেখানোর উপযোগী পদ্ধতি আলোচনা করুন।

৫. প্রাথমিক স্তরে ব্যাকরণের কোন কোন দিক সন্নিবেশিত হয়েছে? বিস্তারিত লিখুন।

উত্তরমালাঃ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.১

১। গ; ২। ঘ; ৩। ক; ৪। খ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৩

১। ক; ২। ঘ; ৩। গ; ৪। খ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৪

১। ক; ২। ঘ; ৩। খ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৫

১। ক. মি; খ. স; গ. মি; ঘ. স; ঙ. স; চ. মি; ছ. স।